কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরী, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কমপিউটার, ব্রতচারী সহ।
২১, কে, বি, বসু রোড, (লরি স্ট্যান্ড, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে), বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪
M-9836184712/ 8622954332
ফোন : (033)2552-0177

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২১ পৌষ – ২৭ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 12, 6 January - 12 January, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

সি পি এম-এর প্রাক্তন প্রধানের দলতন্ত্র, স্বজনপোষণ ও আর্থিক দূর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়ণে অনলস ভাবে মা-মাটি-মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে

বনহুগলী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

কেন্দ্র, রাজ্য ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আই. এস. জি. পি. অনুদান প্রাপ্তিতে কাজ চলছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, টিউবওয়েল,বিদ্যুত, শৌচালয়, পাকা ড্রেন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের

বনহুগলী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে নতুন রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর

চিরঞ্জিত বিশ্বাস
প্রধান
বনহুগলী –১নং গ্রাম পঞ্চায়েত
সোনারপুর উত্তর বিধান সভা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

শেখ মুস্তাক
পুর্ত কর্মাধ্যক্ষ
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি
সোনারপুর উত্তর বিধান সভা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ফিরদৌসী বেগম
বিধায়ক
সোনারপুর উত্তর বিধান সভা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বছরের শুরুতেই বেয়ারদের দাপাদাপি, মন খারাপ বুলদের

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

নতুন বছরের শুরুতেই মন খারাপ লগ্নিকারীদের। ২০১৮–র প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি বড় একটা পতন দেখা গিয়েছে অর্থবাজারে। সত্যি বলতে ২০১৭–র মতো একটা দুর্ধর্ষ বছর কাটিয়ে আসার পর ১৮–র শুরুতেই বেয়ারদের এই আঘাত হানা কিছুটা হলেও শঙ্কিত করছে বিনিয়োগকারীদের। কথায় বলে,'মর্নিং শোজ দ্য ডে।' তা শুরুতেই এমন গোত্তা খেলে সারা বছরের ট্রেডিং নিয়ে একটা আশঙ্কা তো দেখা যাবেই। তাও একটাই রক্ষে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহটিতে যে আঘাত নেমে এসেছে ভারতের শেয়ার বাজারে তাতে বিদেশিদের সেভাবে ভূমিকা নেই। কারণ বরাবরের মতো বিদেশি তথা এফআইআইরা এখন নতুন বছরের মৌজ মস্তিতে বিভোর। তারা পুরোপুরি বাজারে ফিরতে ফিরতে জানুয়ারি মাঝামাঝি বা শেষ। তার পরে পরেই আবার পেশ হতে চলেছে অর্থ বাজেট। যা নিয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। সবমিলিয়ে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথমে বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও পরে তারা ফের ক্রেতা হয়ে উঠবেন এটা নিশ্চিত। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে বাজেট দেখে আবার পরিপূর্ণভাবে বাজারে প্রবেশ করতে হবে বলে নিদান তাঁদের।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা দেশের আর্থিক বাজেট। যতদূর সম্ভব খবর সামনের বছরের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৮–র বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে।

গুজরাত ভোটের ফল যদি বিজেপির পক্ষে বেশ ভালোভাবে আসত তাহলে এর প্রভাব নিশ্চিত ভাবে পড়ত আসন্ন বাজেটে। সেক্ষেত্রে সংস্কারমুখী বাজেট করার দিকে আরও এককদম এগিয়ে থাকত বিজেপি তথা এনডিএ সরকার। সেটা হল না। বিজেপি ১০০–র মতো আসন পেলেও একে কানঘেঁষে বেরনো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাতে হল কি ২০১৮ তে যেসব রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে সেখানে ভালো ফল করার ব্যাপারে অনেক কৌশলী হতে হবে বিজেপিকে। গুজরাতের ফল সেদিক থেকে মোদী–অমিত শাহ জুটির কাছে একটা বড় শিক্ষাও বটে। তাই ২০১৮–র বিভিন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও সর্বোপরি ২০১৯–এর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে বেশি আক্রমণাত্মক হতে পারবে না বিজেপি। বিশেষ করে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে অনেক মেপেঝেঁপে এগোতে হবে গেরুয়া ব্রিগেডকে।

সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে তাই এই আর্থিক বাজেট হয়ে উঠতে পারে ভোটমুখী জনমুখী বাজেট। যাকে আড়ালে আবডালে সস্তার গিমিক বলে দুর্নামও করা হয়ে থাকে। কে না জানে অর্থ বাজার কখনই এই ধরনের জনমুখী বাজেটকে আমল দেয় না। অর্থ বাজার সংশ্লিষ্ট লগ্নিকারী তথা বিভিন্ন ফান্ড হাউজ পক্ষপাতী সংস্কারমুখী বাজেটের। বলাবাহুল্য এই পছন্দটা দেশি–বিদেশি সবধরনের ফান্ডের। যদি ভোটের কথা ভেবে সরকার সেদিকে হাঁটে তাতে হয়তো রাজনৈতিকভাবে তারা লাভবান হবে।

কিন্তু সংস্কারহীন বাজার পতনের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বপণ করবে। এসব দিকে নজর রেখেই আপাতত লগ্নি চালাতে হবে নতুন বছরের প্রথমার্ধে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০১৮

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

রাজ্য সরকারে কয়েকশো অফিসার

মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৩ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ২৯/২০১৭।

দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩ মার্চ। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থী এবং দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রেই হবে। কালিম্পং জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে কালিম্পং কেন্দ্রে। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হব। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে।

যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদনের যোগ্য। বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের বাংলা না জানলেও চলবে।

চাকরি হবে এইসব পদে : (১) অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার, (২) ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার/ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার, (৩) ব্লক ইউথ অফিসার/মিউনিসিপ্যাল ইউথ অফিসার/বরো ইউথ অফিসার, (৪) সাব–ইন্সপেক্টর অব এক্সাইজ (৫) ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার/ওয়েলফেয়ার অফিসার, (৬) ইন্সপেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার, (৭) অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার, (৮) অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার, (৯) কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস, (১০) ইন্সপেক্টর অব এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স, (১১) কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার, (১২) সেভিং ডেভেলপমেন্ট অফিসার, (১৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবঅর্ডিনেট লেবার সার্ভিসেস বিবিদ পদে, (১৪) অডিটর অব কো–অপারেটিভ সোসাইটি, (১৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিটর, বোর্ড অব রেভেনিউ, (১৬) এক্সটেনশন অফিসার, মাস এডুকেশন এক্সটেনশন, (১৭) লেডি এক্সটেনশন অফিসার, মাস এডুকেশন এক্সটেনশন, (১৮) অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস, (১৯) ইনভেস্টিগেটিং ইন্সপেক্টর এবং (২০) রেভেনিউ ইন্সপেক্টর।

উপরোক্ত পদগুলির মধ্যে সাব–ইন্সপেক্টর অব এক্সাইজ পদের জন্য শুধু পুরুষরাই আবেদন করবেন।

সাব–ইন্সপেক্টর অব এক্সাইজ পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১৬০ সেমি (তফসিলি উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৪ সেমি)। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮১ সেমি।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বয়সে পশ্চিমবঙ্গে তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদনের যোগ্য।

জাতীয় স্কুল গেমস, ইন্টার ইউনির্ভাসিটি প্রতিযোগিতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে খেলাধূলার এইসব ডিসিপ্লিন থেকে : অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টস–সহ, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শ্যুটিং, কবাডি এবং খো–খো।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন, ফাইনাল এক্সামিনেশন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র মেলে। ফাইনাল পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হয় তৃতীয় পর্যায়ের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। ফাইনাল এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয়।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ এবং অ্যারিথমেটিক বিষয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক স্তরে।

ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। পেপার–ওয়ান এবং পেপার–টু–এর ক্ষেত্রে কনভেনশনাল টাইপ লিখিত পরীক্ষা হবে। পেপার–ওয়ানে থাকবে ইংরেজিতে ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন। মোট নম্বর ১৫০। পেপার টুতে (১৫০ নম্বর) নেওয়া হবে বাংলা, হিন্দি উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। রিপোর্ট লেখা, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ব্যাকরণ, ইংরেজি থেকে বাংলা বা হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। রিপোর্ট লেখা, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ব্যাকরণ, ইংরেজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি ভাষায় ট্রানস্লেশন। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের। প্রতিটি পেপারের জন্য সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

পেপার থ্রিতে ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ এবং অ্যারিথমেটিক বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত কিছু প্রার্থীকে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে কোড নম্বর), কলকাতা উত্তর (০১), কলকাতা দক্ষিণ (০২), বারুইপুর (০৩), ডায়মন্ড হারবার (০৪), ব্যারাকপুর (০৫), বারাসাত (০৬), কৃষ্ণনগর (০৭), হাওড়া (০৮), বর্ধমান (০৯), আসানসোল (১০), পুরুলিয়া (১১), মেদিনীপুর (১২), তমলুক (১৩), ঝাড়গ্রাম (১৪), বাঁকুড়া (১৫), বহরমপুর (১৬), মালদা (১৭), বালুরঘাট (১৮), রায়গঞ্জ (১৯), জলপাইগুড়ি (২০), আলিপুরদুয়ার (২১), কোচবিহার (২২), শিলিগুড়ি (২৩), কালিম্পং (২৪) এবং দার্জিলিং (২৫)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দু'টি ওয়েবসাইটের মধ্যে যে–কোনও একটি মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in. www.pscwbapplication.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন–দু'রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালানোর মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। সেক্ষেত্রে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৪০০৩–৫১০৪ (অনলাইন ফিয়ের বিষয়ে), ২২৬২–৪১৮১ (অফলাইন ফিয়ের বিষয়ে)। হেল্প ডেস্ক : ৯৮৩৬২ ১৯৯৯৪, ৯৮৩৬২ ৮৯৯৯৪ এবং ৯৮৩৬৩ ১৯৯৯৪।

কাজের খবর

রাজ্য পুলিশে কয়েক হাজার মহিলা কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক হাজার মহিলা কনস্টেবল নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। হোম গার্ড পার্সোনেল, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরতরাও আবেদনের যোগ্য। সে ক্ষেত্রে ১–১–২০১৮ তারিখ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পদে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। তাছাড়া প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভন্ন সাব–ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। হোম গার্ড এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সে কর্মরতরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in এছাড়া অফলাইনেও আবেদন করা যাবে দরখাস্ত এবং ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে তা 'কর্মক্ষেত্র'–য় জানিয়ে দেওয়া হবে। আগ্রহীরা চোখ রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ৬১

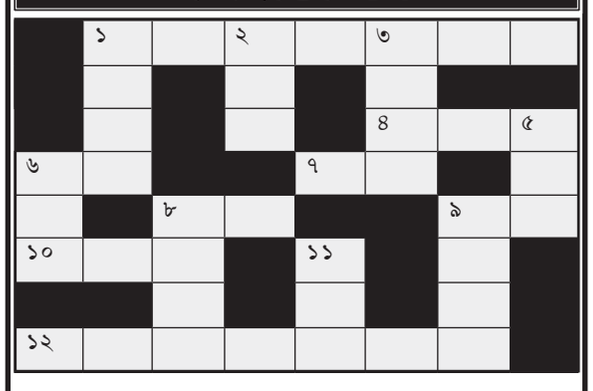

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চানাচুর বা ডালমুটজাতীয় মুখরোচক পাঁচমিশেলি খাবার ৪। অর্জুন ৬। সুরের আলাপ ৭। — খুন মাপ ৮। অর্থ, তাৎপর্য ৯। অন্তর ১০। বিধিব্যবস্থা ১২। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি টান।

উপর–নীচ

১। সামুদ্রিক ঝড়বিশেষ ২। প্রতিকার ৩। কৌলীন্য, আভিজাত্য ৫। ইন্দ্রের উপবন ৬। আকাশে এরা ঝিকমিক করে ৮। এক অলংকার ৯। মররুযাত্রীদের আশ্রয়স্থল ১১। অভাবে যা নষ্ট হয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬০

পাশাপাশি : ১। সার্জন ৫। লঘুগুরু জ্ঞান ৭। সাচ্চা ৮। নামকরা ১০। নমোনমো ১৩। বিবি ১৪। বেতারঘোষিত ১৬। রবার।

উপর–নীচ : ১। সাধ্যসাধনা ২। নল ৩। অরুনিম ৪। টিন ৬। ঘুষ ৯। রাষ্ট্রবিপ্লব ১১। নবরত্ন ১২। কষি ১৪। বেলা ১৫। তর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরী, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কমপিউটার, ব্রতচারী সহ।
২১, কে, বি, বসু রোড, (লরি স্ট্যান্ড, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে), বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪
M-9836184712/ 8622954332
ফোন : (033)2552-0177

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২১ পৌষ – ২৭ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 12, 6 January - 12 January, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভাঙড় অশান্তি কিছুতেই কাটাতে পারছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। একদিকে বামপন্থী নেতাদের মদত অন্যদিকে

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে পরিস্থিতি। দলীয় নেত্রীর একসঙ্গে চলার দাওয়াইও কাজে দিচ্ছে না। ক্ষতিপূরণের প্রলেপ দিয়ে ক্ষত ঢাকতে চাইছে সরকার। কাজে দেবে কিনা বলবে ভবিষ্যত।

রবিবার : হাফিজ সঈদকে নিয়ে ক্রমশ বেআব্রু হয়ে পড়ছে পাকিস্তান। মার্কিন প্রেসিডেন্টের

জেরুজালেম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হাফিজের সঙ্গে পাকিস্তানে একই সভা মঞ্চ ভাগ করে নিলেন প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রদূত ওয়ালিদ আর আলি। লজ্জায় মুখ লুকোতে দুঃখপ্রকাশ করেছে প্যালেস্তাইন।

সোমবার : বছরের শেষ দিনেও জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামার সেনা

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেল পাঁচ ভারতীয় জওয়ানের। জইশ ই মহম্মদ এই ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়েছে। পাল্টা হামলায় খতম হয়েছে তিন জঙ্গি।

মঙ্গলবার : ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বছরের শুরুতে

জানিয়ে দিয়েছেন ক্রিকেট ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। ফলে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট সিরিজে অংশ নিতে পারবে না ভারত।

বুধবার : কেউ রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে চাইলে নির্বাচনী বন্ড কিনে তা দিতে পারেন। ভোটে

কালো টাকা বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করল এই বন্ড। রাজনৈতিক দল অ্যাকাউন্টে তা ভাঙিয়ে নিতে পারবে।

বৃহস্পতিবার : আর্সেনিক দূষণ গ্রাস করছে পশ্চিমবঙ্গে একের

পর এক ব্লক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহনমাত্রা অনুযায়ী ৮৩ থেকে আর্সেনিক কবলিত ব্লকের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩০।

শুক্রবার : লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় বিরোধীদের

অসমর্থনে আটকে গেল তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিল। লোকসভায় বিরোধিতা না করে রাজ্যসভায় বিরোধিতা করায় দ্বিচারিতায় অভিযুক্ত কংগ্রেস ও তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের মতে এতে মুসলিম মহিলাদের কাছে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে ভিলেন বানিয়ে ফায়দা তুলবে বিজেপি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বেসামাল ১৩টি পরিবার, কাঠগড়ায় বিজেপি

বাংলার সংস্কৃতিতে কেন্দ্রের শক্তিশেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গ সংস্কৃতিতে এমন আঘাত সম্ভবত আগে আসেনি। ব্রতচারী আন্দোলনের জনক ব্রিটিশ ভারতের উচ্চপদস্থ আমলা বাঙালির গর্ব আইসিএস গুরুসদয় দত্তের সারা জীবনের সংগ্রহ বাংলার লোক সংস্কৃতির অগণিত নিদর্শনকে শুধুমাত্র উপার্জনের অজুহাতে অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিল স্মৃতি ইরানীর বস্ত্র মন্ত্রক। গত নভেম্বর মাসে এক পত্রাঘাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির চুক্তি নস্যাৎ করে সবরকম আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ায় একদিকে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন গুরুসদয় মিউজিয়ামের ১৩ জন কর্মীর পরিবার অন্যদিকে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে কোটি কোটি টাকার ঐতিহাসিক নিদর্শন যা জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়েছে অনেক আগেই।

আইসিএস গুরুসদয় দত্ত ব্রিটিশ ভারতে জেলাশাসক সহ উচ্চপদে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় কর্মরত থাকাকালীন সংগ্রহ করেন বাংলার লোকসংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন যা ভারতবর্ষের কোথাও গেলে দেখা মিলবে

না। কোটি কোটি টাকার এইসব ঐতিহাসিক সম্ভার নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর জোকায় ব্রতচারী গ্রামে গড়ে ওঠে গুরুসদয় সংগ্রহশালা। এখানেই দেখতে পাওয়া যায় বাংলার নকশি কাঁথার একমাত্র নিদর্শন যার বর্তমান বাজার মূল্য কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। খুব সঙ্গত কারণেই এইসব বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ বাঁচাতে ১৯৮৪ সালের ২৩ মে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বেঙ্গল ব্রতচারী সোসাইটির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সংগ্রহশালার আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক। চুক্তিতে সই করেন সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি আরতি দত্ত এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ফর হ্যান্ডিক্রাফটস শিরোমণি শর্মা। চুক্তিতে বলা হয় কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় এই মিউজিয়াম পরিচালনা করবে গুরুসদয় দত্ত ফোক আর্ট সোসাইটি যার গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং যার বাকি ১৪ জন

পত্রাঘাত

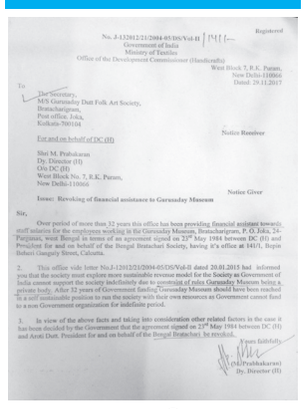

সদস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৭ জন এবং রাজ্য সরকারের ১ জন প্রতিনিধি। এই চুক্তি বলে পাথর, কাঠ, টেরাকোটা, কালীঘাটের পট, চালচিত্র, সরা, ১৭ থেকে ২০ শতাব্দীর চিত্রকলা, নকশি কাঁথা সহ অগণিত নিদর্শন নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে উন্মোচিত হয় গুরুসদয় সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালার কিউরেটর তথা এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি বলেন, 'গুরুজীর আরও বহু নিদর্শন স্থানাভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগে একজন মানুষের পক্ষে একজীবনে এত সংগ্রহ করা কি সম্ভব? উত্তর পাওয়া যায় গুরুসদয়ের জীবনচর্চায়। বোঝা যায় বাংলাকে কতটা ভালোবেসেছিলেন যার জন্য এমন অসম্ভব সংগ্রহের কাজ করেছিলেন। শুধু কি তাই বাংলার যুব সমাজকে আজও উদ্বুদ্ধ করে চলেছে তাঁর ব্রতচারি আন্দোলন।

এমন এক সংগ্রহশালায় প্রথম আঘাত এল বর্তমান বিজেপি সরকার আসার পর ২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারী বস্ত্র মন্ত্রকের জে-১২০১২/২১/২০০৪-০৫/ডিএম/ভল্যুম-II নম্বর পত্রের মাধ্যমে যেখানে বলা হল মিউজিয়ামকে বাঁচাতে হলে উপার্জন করতে হবে। বেসরকারি সংস্থা হিসাবে গুরুসদয় মিউজিয়ামকে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গ সংস্কৃতির মাথায় হাত। হঠাৎ করে কিভাবে রাষ্ট্রপতির চুক্তিতে গড়া সোসাইটি সরকারি প্রতিনিধি নিয়ে বেসরকারি হয়ে গেল বা মিউজিয়াম কিভাবে অর্থ উপার্জন করবে সবটাই গুলিয়ে গেল সোসাইটির।

এরপর তিনের পাতায়

ট্যাবলোতে আজাদ হিন্দ উপেক্ষিত

নেতাজির জন্মদিনে

হারাচ্ছে শঙ্খধ্বনি, সাইরেন

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

সে সময় সরকারি কোনও পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাক, আকাশবাণী থেকে নেতাজির জন্মদিনের উল্লেখ করাও নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের চাপে বিক্ষোভে কলকাতার আকাশবাণী ভবন থেকে কয়েকটি আজাদ হিন্দ ফৌজের গান বাজিয়ে জনবিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা হয়েছিল। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একই নীতিতে প্রবল জনমতের চাপে নেতাজির অন্তর্ধান তদন্তে রাজি হলেও কমিটির চেয়ারম্যান করে দিয়েছিলেন নেহেরু অনুগত শাহনাওয়াজ খানকে। ইন্দিরা গান্ধির আমলে অবস্থার পরিবর্তন হয়ত আপাতদৃষ্টিতে। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন পালনের সংবাদ ঘোষণায় বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর জন্মদিনকে রাষ্ট্রীয় স্তরে উদযাপনের সামান্যতম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। জনমতের চাপে তিনি পুনরায় নেতাজি তদন্ত কমিশন গড়ে দিতে বাধ্য হলেও সেকানেও চেয়ারম্যান করে দিলেন তাঁর একান্ত অনুগত, ইন্দিরা গান্ধির জীবনীকার জি ডি খোসলাকে। ফলাফল দেশবাসীর জানা। তাঁর আমলে আজাদ হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী বর্ষ ডাকটিকিট প্রকাশের মাধ্যমে কোনওরকমে দায়িত্ব সারা হয়েছিল। জানা যায় প্রবল জনমতের চাপে সেদিন সরকার নেতাজির ডাকটিকিটে মৃত্যু সাল লেখার পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত হন। দেশবাসীর মন থেকে তখনও নেতাজি ও আজাদি লড়াইয়ের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালে নেতাজি সংক্রান্ত একাধিক ফাইল পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে সরকারিভাবে জানা যায়। শুধু তাই নয় লাল কেল্লায় ভারতের যে ইতিহাস 'কালাধারে' প্রথিত করা হয়েছিল ভবিষ্যতের জন্য সেখানে নেতাজির নাম অনুচ্চারিত ছিল বলে জানা যায়। সময়ের পরিবর্তন ঘটে গেছে দ্রুত সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির মূল্যবোধ ও ভাবনা চিন্তায়। এখন জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার তুলে নিয়েছে আর্থিক ভাবে অনেক শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলির মিডিয়া ম্যানেজারা। রীতিমত 'অ্যাজেন্ডা সেটিং' এর মাধ্যমে ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার, গুরুত্বহীন বিষয়ক ফলাও করে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার এবং দেশবাসীকে ছাত্রসমাজকে জানতে পড়তে বাধ্য করতে পারে। রাজনীতির রঙে বুদ্ধিজীবীরাও এখন রাঙ্গিয়ে নেন তাঁদের ঢাকেও সেই বোল বাজে যা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অনুকূল হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রতুল গুপ্তের মত্ত ইতিহাসবিদদের জায়গায় যারা এসেছেন তারা দেশের মুক্তিকামী স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিদের প্রতি যতটা নির্মম ততটাই শ্রদ্ধাশীল স্তাবকতার ইতিহাস সৃষ্টিতে। রমেশচন্দ্র কিংবা প্রতুলগুপ্ত মহাশয়দের কোন প্রলোভনেই কিনতে পারেনি জওহরলাল সরকার। নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর চলছে। কেন্দ্র ও রাজ্য তীব্রভাবে নির্লিপ্ত। সবাই দেশপ্রেমিক হিসাবে নিজেদের তুলে ধরায় চেষ্টা করলেও দেশপ্রেমিক রাজপুত্র (গান্ধিজির দেওয়া খেতাব) নেতাজির জন্মদিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য যে প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি। জাতীয় ছুটি কিংবা দেশপ্রেম দিবসের দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বারংবার। গান্ধি জয়ন্তীতে জাতীয় ছুটি কিংবা স্বচ্ছতা নিয়ে হৈ চৈ হলেও নেতাজিকে দেশবাসীর কাছে অস্বচ্ছ রাখার প্রবণতা সবকটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ দাতা বিদ্বজনদের কৌশলী বুদ্ধিতে প্রায় এক।

এরপর তিনের পাতায়

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট তৃণমূলে

পঞ্চায়েত নির্বাচনে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও তৃণমূলের সমকক্ষ কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের উত্থান পশ্চিমবঙ্গে এখনও চোখে পড়েনি। বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি কিছুটা নজরে পড়লেও বামফ্রন্টকে তো দূরবীন দিয়েও দেখা যাচ্ছে না, আর কংগ্রেসের তো কোনও অস্তিত্বই প্রায় নেই বললে চলে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। এর সপক্ষে তাদের মন্তব্য, রাজ্যে যদি সত্যিই কোনও রাজনৈতিক বিরোধী দল থাকত, তাহলে ডেঙ্গু ও বিশ্ববাংলার মতো জ্বলন্ত ইস্যু এভাবে প্রায় নীরবে ধামাচাপা পড়তো না। এর কারণ হিসেবে তাদের ব্যাখ্যা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প কোনও বিরোধী রাজনৈতিক মুখ এখনও বিরোধী দলগুলো জনসমক্ষে তুলে আনতে পারেনি। সম্প্রতি মুকুল রায় বিজেপিতে যোগদান করার পর বিজেপি সমর্থকরা বিরোধী শক্তি হিসেবে রাজ্যে উঠে আসার ক্ষেত্রে অনেকটা আশাবাদী হলেও জোর দিয়ে তা বলা যাচ্ছে না এমনটাই মন্তব্য বিশ্লেষকদের। তাদের আরও মন্তব্য, যে কোনও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিরোধী এবং সংবাদমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা থাকে। বর্তমানে যার অভাব রাজ্যে চোখে পড়ার মতো। তবে রাজ্যে বিরোধী কোনও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তে না থাকলেও তৃণমূলের বিরোধী এখন তৃণমূল নিজেই। কারণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূল এখন সর্বত্রই প্রায় দ্বিধাবিভক্ত। বামফ্রন্টের আমলে একা মজিদ মাস্টার ছিলেন বকলমে শাসনের অধিপতি।

এরপর তিনের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

শূন্যভূমির শূন্যতা

রচনায়-বক্তৃতায় বারবার ভারতভূমির জাতপাতের ভেদাভেদকে কষাঘাত করেছেন যিনি, যিনি হিন্দুত্বের প্রগাঢ়তায় চণ্ডালের কুটিরে ভারতবর্ষকে দেখেছেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম চলতি মাসেই। আমরা অপেক্ষা করে আছি আর কয়েকদিন পর ১২ জানুয়ারি তাঁর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জাতপাতের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার শপথ করব বলে। কিন্তু ২০১৮ সে সুযোগ দিল না। ১২ তারিখ আসবার আগেই মহারাষ্ট্রের জাতি দাঙ্গা বারোটা বাজিয়ে দিল আধুনিক ভারতের। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এই আত্মহনন যজ্ঞ যে মাটিতে ঘটল সেটি আবার স্বামীজির পাদস্পর্শে ধন্য। মহারাষ্ট্র নামক ভূমিখন্ড পেরিয়েই ১৮৯৩ সালের ৩১ মে স্বামীজি সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকার চিকাগোতে সেই ঐতিহাসিক ধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্যে। এরপর বিশ্ব জয়। আর সেই জয়ের সঙ্গে অমর হয়ে গেল বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) শহর, আজ যেখানে জাতি দাঙ্গার আগুনে পুড়ে মরছে মনুষ্যত্ব।

লজ্জা ঢাকবার কোনও জায়গা নেই। কারণ এ দাঙ্গা কোনও সামাজিক প্রয়োজনে নয়। স্রেফ রাজনৈতিক ফায়দার আশায়। ক্ষমতার লোভ চরিতার্থ করতে পায়ের তলায় মাটি চাই। ব্রাহ্মণের কৌলিন্যের মাটি না পেলে দলিত মাটি। তা না পেলে সংখ্যালঘু মাটি। যখন যেটা প্রয়োজন সেটাকে জমাট বেঁধে দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই এখন রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তাই তো উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে আগুন জ্বালিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা। স্পষ্ট হয়ে গেল সেই পূণ্যভূমি মহারাষ্ট্রে জমেছে রাজনীতির দূষিত পুরু ধুলোর স্তর যা ভেদ করার শক্তি হারিয়েছেন বীর মারাঠীরা। স্বামীজির মূর্তি এখন মারাঠীদের প্রেরণা নয়, সাজানো পুতুল মাত্র। সে মূর্তি সরিয়ে দিয়ে দাঙ্গাবাজ রাজনৈতিক নেতাদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনই এখন ভারতের এই অর্থনৈতিক রাজধানীর পরম চাওয়া হয়ে উঠেছে। কবির সেই গানের কলি একটু বদলিয়ে বলি, শ্রদ্ধা আর নেই গো, যেখানে শুধু মেকি হাসি সাজিয়ে রেখে লাভ কি সেখানে। তাই জাতের নামে চলুক বজ্জাতি, রাজনীতির বেসাতি। পিছনে পড়ে থাক মাতৃভূমির প্রেম, ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসা। এ নিয়েই আমরা পাড়ি দিতে চলেছি স্বাধীনতার ৭৫ বছরের পথে। এখনও কি আমাদের ঘুম ভাঙবে না?

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় গঙ্গাসাগর

কুনাল মালিক, গঙ্গাসাগর

মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণ আসতে এখন সপ্তাহখানেক বাকি। কিন্তু ৫ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা মেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শন করতে এসে মনে হল মেলা যেন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। লট নং ৮এ ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন। ''গঙ্গা মাই কি জয়'' ধ্বনিতে মুড়ি গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠেছে। শীতের কড়া ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সাগরদ্বীপ জুড়ে। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে চলছে পুণ্য স্নান। বিহারের বাসিন্দা রাম শংকর পাসোয়ান জানলেন, ভীড় এড়াতেই আগে স্নান করলেন। ইলামবাজার থেকে এসেছেন মুক্তি হাজরা। তিনি জানালেন, ১৪ তারিখ জয়দেবের মেলায় অজয় নদী স্নান করব, তাই আগে গঙ্গা স্নান করে গেলাম। প্রথম বার সাগরে এলাম, খুব ভালো লাগল। সত্যি কথা বলতে কি এবার গঙ্গাসাগরে এসে সর্বত্র একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ছাপ দেখলাম। কচুবেড়িয়ায় গঙ্গাসাগর তোরণ, শঙ্খ ও পায়রার হাতের স্ট্যাচু রাস্তার ধারে প্রাচীন মন্দির গুলোও নতুন রঙে সেজে উঠেছে। বামনখোলা, হরিণবাড়ি, ছয়েরঘেরি, মনসাদ্বীপ, কালিবাজার, রুদ্রনগর সর্বত্রই দেখলাম একটা উজ্জ্বল পরিবর্তন।

কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া রাস্তা ঘাট ও মার্বেল পাথরে তৈরি যাত্রী শেড, শৌচাগার, স্নানাগার সবই সম্পূর্ণ। মন্দিরে যাওয়ার মূল রাস্তার দুপাশে ত্রিফলার আলোকস্তম্ভ, মার্বেল পাথরের তৈরি জলাধার সবই অভিনব। গঙ্গাসাগর সর্বাঙ্গীন হয়ে উঠেছে। মকর সংক্রন্তির মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় গঙ্গাসাগর ধাম।

ভক্তদের আগমন শুরু পুণ্যস্নানের জন্য

ভক্তদের আশীর্বাদ দিতে ইতিমধ্যেই আগমন সাধু-সন্তদের

পুজো দিয়ে মেলাপ্রাঙ্গণে প্রস্তুত সেনারা ভক্তদের নিরাপত্তা দিতে

ছবিগুলি তলেছেন অরুণ লোধ

মেলার বাজেট ৭০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্য স্নান করতে ৩০ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে। এমনি অনুমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের। গত ৪ জানুয়ারি

সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের

আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে এই মত প্রকাশ করেন জেলাশাসক। এবার ভারতের কোথাও কুম্ভমেলা না থাকায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়বে। মেলার বাজেট প্রায় ৭০ কোটি টাকা। জেলাশাসক গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে একটি তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এবছর মেলাতে প্রথমবার ৬০টি বড় এলইডি পর্দায় জোয়ার ভাঁটা এবং ভেসেল চলাচলের তথ্য দেওয়া হবে। এছাড়া ৮০০০ অতিরিক্ত শৌচালয় তৈরি হচ্ছে। শৌচালয় চেনার জন্য হলুদ রঙ করা হবে। খোলা জায়গায় মল মূত্র করা যাবে না। থাকছে নজরদারী কমিটি। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পানীয় জলের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গত বছরের মতো বাস ও ভেসেল ভাড়া একই থাকছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএনএলের আধিকারিক এস কে দেব জানান, এই প্রথম এমসিআর স্যাটেলাইট ফোন গঙ্গাসাগর মেলায় ব্যবহার করা হবে। বড় কোনও বিপর্যয় হলে এই সিম লেস ফোন দিয়ে সর্বত্র যোগাযোগ করা যাবে। কলকাতা থেকে সাগর পর্যন্ত পুণ্যার্থী এবং মেলায় আগত মানুষদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা থাকছে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং সাম্প্রতিক দেশের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি হানার জেরে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্সের প্রচুর আধিকারিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক থাকছে। দুটি হোভারক্র্যাফট থাকছে ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে। উপকূলরক্ষী বাহিনী ও বিএসএফকে তৎপর থাকতে বলা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে আকাশে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারী চলবে। কলকাতা থেকে সাগর পর্যন্ত ৫০০ সিসি ক্যামেরা থাকছে। মেলা প্রাঙ্গন থেকে সরাসরি নবান্নের সংযোগ থাকবে। জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রায় জানান আগামী ৯-১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সাগর দ্বীপে প্রশাসনের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা থাকবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি – ১২ জানুয়ারি, ২০১৮

ভোট বড় বালাই, ব্যাড বয়রা এখন গুডবুকে

একেই বোধহয় বলে ভোট বড় বালাই। যার এমন একটা রসায়ন আছে যেখানে ব্যাড বয়রা নিমেষের মধ্যে গুড বয় হয়ে ওঠে। আর নেতানেত্রীরা তাদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে নানা গুণকীর্তন করা শুরু করে দেন। কিছুদিন আগেও যাদের বেয়াদপি বরদাস্ত করা হবে না বলে ফরমান দেওয়া হয় নির্বাচন সামনে এলে সেই 'অবাধ্য'দেরই সুরসুর করে কাছে টেনে নেওয়া হয়। ঠিক এই ছবিটাই চোখে পড়ছে আমাদের রাজ্যেও। ২০১৮–র পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে অনেক তথাকথিত 'ব্যাড' বয় এখন আদরের পাত্র হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। ভাঙড় দিয়েই দেখুন না। ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড নিয়ে সমস্যায় বেশ কিছুদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখা যাচ্ছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে। তার ওপর সিপিএম থেকে রাতারাতি ঘাসফুলে এসে মন্ত্রী বনে যাওয়া রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে ভাঙড়ের ভূমিপুত্র আরাবুলের রেষারেষি তো সর্বজনবিদিত। আলোচনা অবশ্য রেজ্জাক বনাম আরাবুল নিয়ে নয়। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে এই যুযুধান দুই নেতাকে কেমন কাছে টেনে নিতে শুরু করেছে শাসক দল তা সত্যি চমকপ্রদ। যদিও আসল কারণ যে লুকিয়ে আছে পঞ্চায়েত ভোটে নিজেদের মাটি শক্ত করা সেটা বুঝতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হতে হয় না নিশ্চয়ই। তাই দামাল ছেলে আরাবুল ইসলামকে এখন কিছুটা ছাড় দিতেই হচ্ছে। রেজ্জাক সাহেবও বুঝেছেন নিজের বিধায়ক অঞ্চলে ভালো ভোট পেতে গেলে আরাবুলদের মেশিনারি কতটা প্রয়োজন। এটা যেমন একটা দিক, ঠিক তেমনই অন্য দিকটা আলোকিত করছেন সংবাদ শিরোনামে থাকা অনুব্রত মণ্ডল। হ্যাঁ, এভাবেই আপাতত শাসক দলের পাঠশালায় পঞ্চায়েত ভোট পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ চলছে। যাতে 'অ' অনুব্রত হলে, 'আ'য়ে নিশ্চিতভাবে রয়েছেন আরাবুল। অবশ্য অনুব্রতর ক্ষেত্রে 'অ' এর চেয়েও 'ক' অর্থাৎ কেষ্টার ব্যবহারটা বেশি। সেদিক থেকে পঞ্চায়েত ভোটের বর্ণপরিচয়ে অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টা 'ক' তো বটেই। তিনিই সেই 'বাকপটু' নেতা যিনি কথায় কথায় বিরোধীদের হাপিশ করার ফতোয়া দেন, পুলিশকে বোমা মারার কথা বলেন, এমনকি বিজেপির চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে আদর করার ইচ্ছা পোষণ করেন। যদিও বিজেপি নেত্রীর প্রতি তার এই আদর নাকি দাদার বোনের প্রতি ভালোবাসা সে কথাও অকপটে বলে দেন কেষ্টবাবু। এতটাই লাগামছাড়া হয়ে পড়েন তিনি যে, মাঝেমধ্যেই যে তৃণমূল ভবনে বসে শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তাকে ভৎর্সনা করতে শোনা যায়। মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হুঁশিয়ারি দেন, অনুব্রতর বেয়াদপি বরদাস্ত করা হবে না বলে। অথচ যেই পঞ্চায়েত ভোট সামনে চলে এসেছে তখনই দেখা গেল পুরো তৃণমূল দলটাই যেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে। বীরভূমে মাটি–উৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুব্রতকে 'ভালো' ছেলের তকমা দেন। এতে অনুপ্রাণিত কেষ্টবাবুরা আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন গুড় বাতাসা খাওয়ান আর চড়াম চড়াম ঢাক বাজান দেখার এখন সেটাই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আর এক উপায় আছে, যাহা দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, যদি আমরা সগুণ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে 'উপাসনা' বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল ভগবানে অর্পণকরিয়া থাকি। এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিলে আমাদের কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রভু স্বয়ং সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তাঁহার আসক্তি নাই। জল যেমন পদ্মপত্র ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়া কর্ম তেমনি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহংশূন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ পাপ সঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন, তাহাতে তিনি পাপে লিপ্ত হইবেন না।

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছেঃ

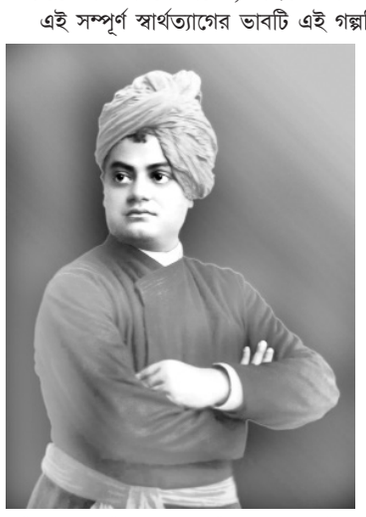

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাণ্ডব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্তু দান করিলেন। সকলেই এ যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধশরীর সোনার মতো রঙ, বাকি অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, 'তোমরা সব মিথ্যাবাদী, ইহা যজ্ঞই নয়।' তাহারা বলিতে লাগিল, 'কি তুমি বলিতেছ–ইহা যজ্ঞই নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে দরিদ্রদিগকে কত ধনরত্ন প্রদত্ত হইয়াছে, সকলেই ধনবান ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভুত যজ্ঞ আর কেহ কখনো করে নাই।' নকুল বলিলঃ শুনুন–এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরিব ছিলেন, শাস্ত্রপ্রচার ও ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিকা। সেই দেশে একদা পরপর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল।

ফেসবুক বার্তা

বিভিন্ন কৃতীদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবক্ষমূর্তি উন্মোচন করা হয় তাঁদের সম্মান জানাতে, কিন্তু সত্যি কী সম্মান জানানো হয় তাঁদের? পরিচর্যা করা হয় কী সেইসব মূর্তির, তাই হামেসাই চোখে পড়ে এলাকার মানুষ বা স্বেচ্ছাসেবীরাই পরিষ্কারের দায়িত্ব তুলে নেন। তেমনই প্রফুল্ল চাকীর মূর্তি পরিষ্কারে সমাজের কিছু তেমন সমাজপ্রেমীদের ধরা পড়ল ফেসবুকের জানালায়।

অভিযোগ স্বামীজির জীবন ও কর্ম স্ববিরোধিতায় ভরা– সত্যি কি তাই?

নির্মল গোস্বামী

কথা হচ্ছিল এক বামপন্থী ঘরানার মহিলার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্ক চাকুরে। তিনি বললেন যে বিবেকানন্দ পড়েছি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ তার রচনা। মানুষ কনফিউজড হয়ে যাবে। উত্তরে আমি বললাম যে হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক, কিন্তু তার তো ব্যাখ্যা আছে। আপনি যে কোনও একটা ঘটনার কথা বলুন আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করব তার উত্তর দিতে। তিনি এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

বিষয়টা কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সত্যই আপাত দৃষ্টিতে স্বামীজির কাজকর্মের মধ্যেই অনেক স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তিনি যে ব্যতিক্রমী সন্ন্যাসী ছিলেন তা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করবেন। কারণ ভারতে প্রচলিত যে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বর্তমানে ছিল (যা আচার্য শঙ্করের শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা সৃষ্ট।) তাদের প্রচলিত রীতিনীতি আচারাচরণ মেনে তিনি চলেন নি। এর বাইরে আর এক নতুন ধারার প্রচলন করেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তৈরি করলেন। তাঁর বিদেশ যাত্রা, মহিলা ভক্ত শিষ্যা পরিবৃত হয়ে ঘোরা, মাছ–মাংস ভক্ষণ, কোট পরা, সন্ন্যাসী হয়েও পূর্বাশ্রমের মা ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তাদের জন্য রোজগার করা, পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য মামলা চালানো ইত্যাদি কাজকর্ম তথা কথিত সন্ন্যাসী সুলভ আচরণের পরিপন্থী। তাঁর আত্মীয়রা ভেবে ছিলেন নরেন সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছে ফলে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। তাই তারা মামলা রুজু করেলন। ভেবেছিল এক তরফা ডিক্রি পেয়ে যাবেন। কিন্তু তারা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে তিনি মামলা লড়ছেন এবং কোর্টে হাজির থেকে সাক্ষী দিচ্ছেন। তাঁর সন্ন্যাসী হওয়া নিয়ে সেদিন তারা এবং আরও অনেকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের 'ভাঙ্গি' বলত। ওরা মাছ খায়– অজাত কুজাতের সেবা করে তাই সাধু সমাজ থেকে দীর্ঘ দিন মিশনের সাধুরা বিচ্ছিন্ন ছিল। পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আমরা জানি স্বামীজি সন্ন্যাসী, ধর্ম প্রচারক, কিন্তু তিনি যত না ধর্মের কথা বলেছেন, তার থেকে বেশি বলেছেন মানুষের ইহ জগতের সুখের কথা। তিনি বলেছেন ভারতের আত্মা হল ধর্ম। কিন্তু তিনি ভারতের মানুষের শিক্ষার কথা বলেছেন। জাতপাতের অবসানের কথা বলেছেন, যুবকদের শৌর্য বীর্যের কথা বলেছেন। গীতা পাঠের থেকে ফুটবল খেলাকে অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। দুঃস্থ, আর্ত, পীড়িত মানুষের সেবার কথা বলেছেন। ধর্ম জগতের লোক হয়েও তিনি দেবালয় স্থাপন অপেক্ষা শিক্ষালয় স্থাপনে অধিক মনোযোগী ছিলেন। ইউরোপ যাত্রাকালে জাহাজের সহযাত্রী জামশেদজি টাটাকে ধর্মের কথা না বলে ভারতে শিল্প স্থাপনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন– যাতে ভারতের যুবকরা চাকরির সুযোগ পায়। তাঁর এই ব্যতিক্রমী চরিত্রের ছবি সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে।

কিন্তু ধর্মতত্ত্ব তথা দর্শনের প্রশ্নে অনেক সময় আমাদের ভ্রম হয়ে যায়। তিনি অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী? বেদান্ত না উপনিষদ কোন সিদ্ধান্ত তিনি মেনে চলেছেন? তিনি মূর্তি পূজক না নিরাকারের সাধক? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রচনায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় ধর্মতত্ত্বের সবকটি শাখাই আলোকিত হয়েছে। ফলে এর মধ্যে থেকে কোনটি তাঁর একান্ত নিজস্ব মত তা নিরূপণ করা দুরূহ। আর সেই জন্যই সাধারণ পাঠকরা সমস্যায় পড়ে যায়। তাঁর সঠিক মত কোনটি তা সহজে অনুমেয় নয়। তার কারণ হল যে তিনি নির্দিষ্ট কোনও ধর্মমত প্রচার করেন নি। শঙ্করাচার্য যেমন অদ্বৈত তত্ত্বের জনক, রামানুজ যেমন দ্বৈত তত্ত্বের জনক তেমনিভাবে স্বামীজি কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের প্রচার করেন নি। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচলিত ধারাগুলির সারসত্য তিনি

জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। ঠাকুর তাঁর গুরু। সর্বধর্ম পথে সাধন করে ঘোষণা করলেন যত মত তত পথ। এই ঘোষণাকেই তিনি বাস্তবের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মায়ের ভক্ত। মা কালীর কাছে তিনি যেদিন দুঃখ কষ্টের কথা বলতে পারলেন না সেদিন মায়ের মহিমাকে নরেন্দ্র মনে মেনে মেনে নিয়েছিলেন। আবার গুরুর পরশে যেদিন দেখলেন চোখের সামনে ঘুরতে ঘুরতে এই পৃথিবীটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। তিনি মহাশূন্যে আলোক রাশির মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন সে দিন ভয় পেয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন ও গো আমার মা আছে, সংসার আছে। গুরু তাঁকে জগতের চালিকা শক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করে অদ্বৈতের স্বাদ দিলেন ক্ষণের জন্য। ভগবান রামকৃষ্ণ বলতে চাইলেন এবার তুই কোন পথে যাবি না। রামকৃষ্ণদেব আরও পরিষ্কার করে বলেছিলেন ব্রহ্মতত্ত্বের কথা। বললেন সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের কথা। তাঁর ব্যাখ্যা হল ব্রহ্ম যখন ক্রিয়াশীল তখন তিনি ওই শক্তিরূপে পালী। বা ঈশ্বররূপী দেবতা। তখন সাধকের কাছে দ্বৈত সত্তা আর ব্রহ্মা যখন নিষ্ক্রিয় তখন তিনি অব্যক্তশক্তি সাধকের উপলব্ধিতে অদ্বৈত সত্ত্বা। তখন জগৎ মিথ্যা সাধকের কাছে। অবশ্য যার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়েছে তার কাছেই জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি তার কাছে জগৎ ও সত্য ব্রহ্মও সত্য। তাই দ্বৈত আর অদ্বৈত এর দ্বন্দ্ব নয়। একই সত্তার দুই রকম প্রকাশ মাত্র। স্বামীজির ধর্ম দর্শনের মূলকথা এটাই। তাঁকে দ্বৈতবাদীও বলা যায় আর অদ্বৈতবাদীও বলা যায়। যখন যে তত্ত্বের প্রয়োজন হয়েছে তখন সেই তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর যারা শুনেছে তারা ভাবছে উনি বোধহয় ওই পন্থীই। তিনি যখন মানুষের মধ্যে অনন্তশক্তির আধারকে জাগাবার জন্য বলেন সো–অহম = আমিই সেই তখন তা হয়ে যায় অদ্বৈত। আবার যুবকের দেশ সেবার মন্ত্র দেওয়ার জন্য যখন বলে 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'– তখন তা হয়ে দাঁড়ায় দ্বৈতবাদী চিন্তা।

তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে তিনি আদ্যপান্ত বেদান্তবাদী ছিলেন। তিনি নিজে ঘোষণা করেছিলেন যে বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলুম। আর বেদান্তের সার কথা হল অদ্বৈত তত্ত্ব। মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম শক্তির বিরাজ করে। একই শক্তির অংশ হল এই জড় জগত সহ প্রাণীকূল। তাই তো তিনি শিব জ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র দিলেন। শিব আর জীব অভিন্ন। তিনি বেদান্ত অনুসারী চিলেন তবুও রামকৃষ্ণ মিশনে বেলুড় মঠে মূর্তি পূজার প্রচলন করলেন কেন? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হতে পারে। এর উত্তর পেতে হলে একটু পিছিয়ে গিয়ে ভাবতে হবে। তোতাপুরী ঠাকুরকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে এসেছেন। নিরাকারের সাধন শেখাতে এসেছেন। ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন। এর অর্থ হল মহামায়া যদি পথ ছেড়ে না দেয় তিনি যদি কৃপা না করেন তাহলে সাধক নিরাকার সাধনায় অগ্রসর হতে পারে না। বেলুড় মঠে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়া হয়। এখানে অনেক সন্ন্যাসী আছেন যারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে চায়। ফলে তাদের তো মহামায়ার কৃপার প্রয়োজন। তাই মঠে শক্তি পূজার প্রচলন করেন সন্ন্যাসীদের জন্য। পরবর্তীকালে তা যেন সাধারণের পূজার রূপ পায়। আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসীদের জন্য কৃপা প্রার্থনার। সাকারের সাধন করেই নিরাকারের পথে যাত্রা করতে হয়। স্বামীজি তাই নিরাকার সাধনার ব্যবস্থা করলেন। চারদিকে সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ বনরাজির মাঝে আশ্রম। সেখানে ঠাকুরের ছবি রাখাও নিষিদ্ধ হল। মৌন্যমুখর নিস্তব্ধতার গভীরে ডুব দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্দি করতে এখনও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যান। স্বামীজি বলেছেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন যেমন ক্রমবিকাশ হয়েছে, তার ধর্মচেতনা বা অধ্যাত্ম চেতনার স্তর তেমন তেমন উন্নত হয়েছে। প্রথমে মানুষ, গাছ, পাথর পূজা করত, তারপর ঠাকুর দেবতা এলো, তারপর নিরাকারের ধারণা এলো। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এলো। সনাতন হিন্দু ধর্মে এই সবরকম সাধন পন্থাই সংরক্ষিত আছে। নতুন নতুন সংযোজন হয়েছে কিন্তু পরিবর্জন হয় নি। তাই সনাতন ধর্মের এতো শাখা প্রশাখা, এতো মত ও পথের সমাহার। প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ পন্থা অবলম্বন করে। সাকার মানতেই হবে অথবা নিরাকার মানতেই হবে এমন কোনও জোর জবরদস্তি নেই। তাই হিন্দুধর্ম আর সবার থেকে উদার। তাই স্বামীজি স্ব–বিরোধী নয়, সেই উদার প্রশস্ত বিভিন্ন পথে মুক্ত মনে বিচরণ করেছেন মাত্র।

গড় বজবজই বজবজ নামের উৎস

পাঁচু গোপাল মাজী

হুগলি নদীর তীরে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি শহর– বজবজ। বহুকাল আগে এখানে একটি কেল্লা বা দুর্গ ছিল। বলা হয়ে থাকে এটি রাজা প্রতাপাদিত্য স্থাপন করেছিলেন। পরে তা নবাব আলীবর্দি খাঁর এবং তারও পরে ইংরেজরা দখল করে নিয়েছিলেন। সতীশ চন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে কলকাতার আশেপাশে, মগ ও পর্তুগিজ দস্যুদের দমন করতে, সাতটি দুর্গ স্থাপন করেন। কিন্তু বজবজ নামীয় দুর্গ যে তার মধ্যে একটি তা স্পষ্ট নয়। তবে প্রকাশ চন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' এবং বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস' গ্রন্থগুলিতে বজবজ দুর্গের নাম জানা যায়।

আজকের দিনে বজবজ একটি বহুল প্রচারিত স্থান নাম। ১৮৯০ সালে স্থাপিত রেলস্টেশন, ১৮৯৭ সালে শিকাগো ধর্ম্ম সম্মেলন থেকে প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের বজবজের মাটিতে পদার্পণ, ১৮৯১ সালে স্থাপিত থানা, ১৯০০ সালে স্থাপিত পৌরসভা, ১৯১৪ সালে সংঘটিত কোমাগাটামারুর শহিদ কথা, বজবজ তেলের ডিপো, বজবজ বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্র, বজবজ ১ ও ২ নম্বর ব্লক উন্নয়ন সংস্থা, পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতির মতো আরও অনেক নামেই বজবজ জুড়ে আছে।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যে বজবজ নামের নির্দিষ্ট স্থানটি কোথায়? কি ভাবে ঠিক কোন স্থানের নাম থেকে বজবজ নামটি হল তা এক রহস্য! বজবজের আঞ্চলিক ইতিহাসরে পথিকৃৎ নকুড় চন্দ্র মিত্রের 'বজবজের ইতিহাস' গ্রন্থের বজবজ নামের রহস্য ঠিকভাবে উন্মোচিত নয়। তিনি লিখেছেন '১৯২৮–২৮ সালে গভর্নমেন্টের নির্দেশ যে থানা ভিত্তিক বিভিন্ন মৌজার সার্ভে সম্পাদিত হয় তাতে বজবজ মৌজার কোন সার্ভে ম্যাপ প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। যা কোন মৌজাই নয় তার আবার সার্ভে ম্যাপ কি?'' আর এক আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ চন্দ্র ঘোষও তাঁর বজবজ পরিচয়' গ্রন্থে জানিয়েছেন– বজবজ নামে কোনও গ্রাম বা মৌজা নেই।– তাহলে?

বাস্তবিকই বজবজ নামে কোনও মৌজা বা গ্রাম নেই। বজবজ থানার ১০৯টি গ্রামের মধ্যে কোনও গ্রামের নাম বজবজ ছিল না। এটা ঠিক।

তবে বজবজ নামের কোন স্থান যে একেবারে আদিতে বা এখনও নেই বা ছিল না তা কিন্তু নয়। তাহলে সেই স্থানটি কোথায় যে স্থানটিকে বজবজ নামক একটি ব্যাপক এলাকা জুড়ে বহুল প্রচারিত নামে নামিত করেছে?

আগেই বলা হয়েছে বজবজ নামে একটি কেল্লা বা দুর্গ ছিল। আর দুর্গের চারদিকে গড় বা পরিখা থাকা স্বাভাবিক। বজবজের দুর্গ একেবারে নদীর ধারে থাকার কারণে তার নদীর দিক বাদে বাকি তিনদিকে গড় বা পরিখা ছিল। বজবজের সেই প্রাচীন দুর্গের গড় খুঁজতে গিয়ে অন্তত তিনটি গড়ের সন্ধান পাওয়া যায়– যেমন 'গড় বামুনিয়া', 'নিজগড়' আর 'গড় বজবজ'। এলাকার ব্যঞ্জনহেড়িয়া, গড় ভুক্ত নন্দনপুর এবং নিজগড় মৌজাগুলিতেই যে এগুলি ছিল তা মৌজা ম্যাপগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। নদী তীরবর্তী দুর্গটির সকল দিকে সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন সুন্দরবনের এই এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়ে থাকা কিছু খাত, খাল, গড়খাই, খানাখন্দ বা গড় থেকেও সেই সুরক্ষার কাজ অনেকটা হয়েছিল বলে মনে করা যায়। বজবজ দুর্গের দক্ষিণ দিকে 'গড় বামুনিয়া' আর উত্তর দিকে 'গড় বজবজ' নামের দুটি জল জঙ্গলাকীর্ণ গড়খাত বা গড়খাই (প্রকৃতিজাত) দুর্গটির বর্হি পরিখা হিসাবে বড় সুরক্ষার কাজ করত– ধরে নেওয়া যায়।

ব্যঞ্জনহেড়িয়া মৌজার দক্ষিণ

পশ্চিম প্রান্তে, চড়িয়াল খালের উত্তরে, আজকের চড়িয়াল বাজারের পিচনে যেখান দিয়ে রেললাইন পাতা আছে এইখানেই ছিল 'গড় বামুনিয়া'।

নিজগড় মৌজার নাম থেকে হয়েছে বলা যায়। এই মৌজার ৯৭০, ৯৬৪, ১১৩ প্রভৃতি দাগের স্থানগুলিই কি তাহলে এক সময় খাল এবং দুর্গটির পরিখা ছিল?

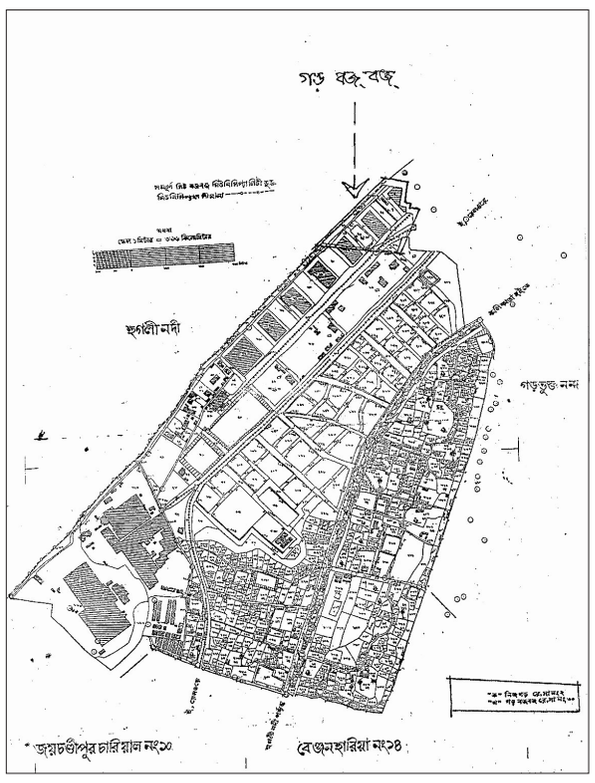

গড়ভুক্ত নন্দনপুর নামের মধ্যেই গড়ের ইঙ্গিত আছে। নন্দনপুর মৌজার মধ্যে বজবজ দুর্গের কিছু অংশ থাকার কারণে 'গড়ভুক্ত' শব্দটির ব্যবহার করা বোঝা যায় এই মৌজাটি গড়ের একেবারে নিজস্ব এলাকা– অর্থাৎ এখানেই মূল দুর্গটির অবস্থান ছিল। এখানে এখন তেলের ডিপোগুলি আছে। এই মৌজার ৮০,১১২, ২৩৮ প্রভৃতি দাগগুলিতে, বজবজের পরিত্যক্ত সাব–রেজিস্ট্রি অফিসের গা ঘেঁষে, কুইন সিনেমার সামনের ডি এন ঘোষ রোডের পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণ লম্বা খালটি, মহাত্মা গান্ধি রোডের পশ্চিমে বজবজ মিলের গরমপুকুরী প্রভৃতিকে এই গড় নির্দেশ করা যায়। ব্যঞ্জনহেড়িয়া, নিজগড় এবং গড় ভুক্ত নন্দনপুর মৌজাগুলি বর্তমানে বজবজ পুরসভা ভুক্ত।

এবার আসি গড় বজবজ স্থানটির কথায়। নিজগড় মৌজার দুটি অংশ (ক) নিজগড় ও (খ) গড় বজবজ। ১৯২৭–২৮ সালে রেভেনিউ সার্ভে করার সময় স্থানদুটির পৃথক পৃথকভাবে সার্ভে করা হয়েছিল। নিজগড় মৌজার ম্যাপটি নিরীক্ষণ করলেই জানা যাবে (ক) নিজগর রে সা নং ২ এবং (খ) গড় বজবজ রে সা নং ৩০, পরে ম্যাপ তৈরির সময় সম্ভবত অথবা মৌজার নামকরণ করার সময় এই দুটি স্থানকে একত্রীকৃত করে, অপেক্ষাকৃত বড় স্থান নিজগড়ের নামে নামকরণ করা হয়। ফলে কালক্রমে গড় বজবজ নামের স্থানটির কথা সাধারণের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়ে থাকবে। যদি গড় বজবজ নামে তখন মৌজাটির নামকরণ করা হত (যেমন গড় ভুক্ত নন্দনপুর) তবে আজকে আর বজবজ স্থান নামটিকে এমনভাবে খুঁজতে হত না।

এই গড় বজবজ স্থানটিকে নিজ গড় মৌজা ম্যাপের একেবারে উত্তর কোণে পাওয়া যাবে। বজবজ পুরনো স্টেশনের পরে কিছুদূরে একদিকে আর অন্যদিকে সরস্বতী শ্মশান ঘাট, বজবজ কালী বাড়ির পাশে আর গড়ভুক্ত নন্দনপুর মৌজার দক্ষিণ গায়ে ছোট একটি স্থান যার পরিমাপ ৭৫০/৮০০ ফুট দৈর্ঘ্যের বাহুর ত্রিভুজাকৃতি স্থান। সুন্দরবন এলাকার নদীকূলের নোনা পলি কাদামাটির জল জঙ্গলাকীর্ণ বেজ বেজে যা বজবজনিযুক্ত স্থানটিকে এককালে বজবজে বা বেজবেজে নামে ডাকা হত। পার তা থেকেই বজবজ নাম হয়ে যায়। রেললাইন স্থাপনের পর পাশেই স্টেশন স্থাপনের সময় সম্ভবত বজবজ স্টেশন নামকরণ করা হয়ে থাকবে। আজ যেমন পাশের সংঘটিত কামাগাটামারু নাম থেকে স্টেশনটির নাম কামাগাটামারুর করা হয়েছে। গড় বজবজ'এর অবস্থান এবং স্থাননাম ভুলে যাওয়ার ফলেই আজ বজবজ বলতে বৃহৎ পরিসরের একটি স্থানের ধারণা জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হয়।

আজকের বজবজ নামক ঐতিহাসিক স্থানটির নামের উৎসই যে 'গড় বজবজ' নামক সেই স্থানটি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই 'গড় বজবজ' স্থানটিকে চিহ্নিত করে স্মরণীয় করে রাখতে চার সেই প্রকৃতিজাত গড় খাত বা গড়খাইকে সংরক্ষণ করে রাখা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

বীরভূম

আদালতে বিক্ষোভ মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক কলেজ ছাত্রীর স্নান করার আপত্তিকর ছবি তুলে তাকে জোর করে ধর্ষণ করে শেখ হাফিজুল নামে এক রাজমিস্ত্রী। অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই কলেজ ছাত্রী। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে মারা যান রজতপুরের নির্যাতিতা কলেজ ছাত্রী। আলোড়ন ওঠে রাজ্যজুড়ে। অভিযুক্ত শেখ হাফিজুলকে আদালতে তোলার সময় ২১শে ডিসেম্বর বোলপুর আদালতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির বীরভূম জেলা মহিলা মোর্চা। ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে সরব হয় মহিলা মোর্চা। আদালতের মূল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিলে ছিলেন জেলা মহিলা মোর্চা সাধারণ সম্পাদিকা রেশ্মী দে, নেত্রী সুজাতা ঘোষ, জেলা বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। ছিলেন নির্যাতিতা তরুণীর মা। ২১শে ডিসেম্বর বোলপুর আদালতে তোলা হলে শেখ হাফিজুলকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ডাইনি অপবাদে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক শিশুর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করে এক আদিবাসী পরিবারকে 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠলো শান্তিনিকেতনের পিয়ারর্সনপল্লীতে। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় সুফল মুর্মু এবং সোনাই মুর্মুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তৃণমূলের বুথ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪শে ডিসেম্বর বান্দি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে আয়োজিত হলো বড়শাল, বান্দি, কাষ্ঠগড়া, শঙ্করপুর ও নাকাশ – এই পাচঁটি বুথ নিয়ে গঠিত তৃণমূলের আট নং সমিতির বুথ সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, রাজনগর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান রুবি মারান্ডি, উপপ্রধান গফফর খান। সুকুমার সাধু বলেন, 'আমরা অনেক মানুষের সাড়া পেয়েছি। কেউ দল ছেড়ে গেলেও কোনো প্রভাব পড়বে না। ভোটে আবার আমরাই জিতবো।'

মহিলা ফেডারেশনের বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিত্যনগর অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে ১৭ই ডিসেম্বর বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'টেগোর সোসাইটি অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট' আবাদনগর শাখার উদ্যেগে গঠিত রাজনগর মহিলা ফেডারেশনের চতুর্থ বাষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লকের বিডিও, গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান, ফেডারেশনের কর্মকর্তা থেকে মহিলা সদস্যরা। বিডিও বলেন 'মহিলারা এগিয়ে চলুন, আমরা পাশে আছি।

সিঁথিতে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ডিসেম্বর সকালে সেন্টার সিঁথি রোডের 'জুনিয়র প্রাইমারি স্কুলে ' 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের' উদ্যোগে দীপক পোড়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে, সম্পাদক শ্যামল দে বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায়, দেবপ্রসাদ দাসের সুন্দর সঞ্চালনায় ও রসিকেন্দ্র সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তেত্রিশতম বর্ষ 'রক্তদান শিবিরে' মোট কুড়িজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'রক্তদান' করেন। প্রধান অতিথি বিধায়িকা মালা সাহা এই সমাজসেবা কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন অনুভাতি বসু মিত্র, অভিজিৎ মুখার্জী, দেবজ্যোতি মুখার্জী প্রমুখ সভ্যসভ্যাবৃন্দ।

সুস্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি শিপ্রা ঘটকের তত্ত্বাবধানে গত ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় তালপুকুর রোড ও যাদব ঘোষ রোডের সংযোগস্থলে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শীতের সকালে এই ধরনের শিবিরে বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়ে আয়োজকদের উৎসাহিত করেন। এরই সঙ্গে তাদেরও সম্মাননা জানানো হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে ছিল দক্ষিণ কলকাতার কোঠারী মেডিকেল। বিশ্বজিৎ সরকার, তরুণ দাস, কৌশিক মাঝির মতো স্থানীয় তরুণদের বিশেষ উদ্যোগ ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

বড় কাঁছারিতে তীর্থযাত্রী হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত অন্যতম শৈব তীর্থ বাবা বড় কাঁছারি ধামে প্রতিদিনই এক শ্রেণির ব্যবসায়ীবৃন্দের কাছে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থীরা। সেই সমস্ত ব্যবসায়ী বিশেষত ডালার দোকানদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন বড় কাঁছারি ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি প্রশান্ত কাঁঠাল এবং সম্পাদক সৌমেন কাঁঠাল এক লিখিত আবেদন করেছেন বিষ্ণুপুর–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিষ্ণুপুর থানার আইসি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

আবেদন পত্রে তারা লিখেছেন–

''বড় কাঁছারি ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির তরফ থেকে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত তীর্থস্থানে বহু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ নিত্যদিন ভক্তিপূর্ণ মন নিয়ে পূজা দিতে আসেন। এখানকার ব্যবসায়ীবৃন্দ, বিশেষত ডালার দোকানের ব্যবসায়ীগণ, দীর্ঘদিন উক্ত যাত্রীসাধারণকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা দিয়ে তাদের ব্যবসা করে আসছে। কিন্তু বিগত দুই–তিন বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু সংখ্যক ডালার দোকানের ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার স্বার্থে উক্ত যাত্রী সাধারণকে লজ্জাকর এবং আপত্তিজনক ভাবে টানা হ্যাঁচড়া করে নিজেদের দোকানে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার হেনস্থা করছে। এর ফলে যাত্রীদলের লোকজন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপদে পড়ছে। তীর্থযাত্রীদের বয়ে আনা খাদ্যদ্রব্য, তিন চারজন দোকানদারের টানা–হ্যাঁচড়ার ফলে কখনও পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কখনও ভিন্ন দোকানে পৌঁছে যাওয়ার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে। টানাটানির ফলে মানত করা প্রতিমা অনেক সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে চরমতম আঘাত লাগছে। তীর্থযাত্রী সাধারণ এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করলে ওই সমস্ত দোকানদারদের থেকে গালিগালাজ এবং চড় থাপ্পড় পর্যন্ত খেতে হচ্ছে। ওই সমস্ত অসাধু দোকানদারগণ যাত্রীদের বয়ে আনা গাড়ির ড্রাইভারদের টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করে জবরদস্তি পূর্বক নিজেদের এক্তিয়ারে যাত্রীসমেত গাড়ি ঢুকিয়ে নিচ্ছে। অতঃপর যাত্রীসাধারণ তাদের নিজেদের পছন্দমতো দোকানে যেতে চাইলে জোরপূর্বক মোটা টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করছে। এসকল ছাড়াও আরও বহুরকম ভাবে যাত্রীসাধারণকে প্রতারিত করা হচ্ছে। ফলত যাত্রীসাধারণের মধ্যে দিন দিন ক্ষোভ বাড়ছে। প্রায়শই যাত্রীসাধারণের সাথে উক্ত দোকানদারদের হাতাহাতি লেগে যাচ্ছে। দোকানদাররা স্থানীয় এবং যাত্রীগণ দূরাগত হওয়ার কারণে যাত্রীগণ মার খাচ্ছে। এতে দিন দিন আমাদের বড়কাঁছারি তীর্থস্থানে বদনাম ছড়াচ্ছে।

উপরোক্ত অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলি বন্ধ করে যাত্রীসাধারণের সুরক্ষা এবং মানবিক সেবা দেওয়ার জন্য বড় কাঁছারি ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির তরফ থেকে একটি মিটিং করা হয়েছিল। সেখানে সরল ব্যবসায়ীবৃন্দ সহমত পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, এই সকল অসভ্যতাপূর্ণ ব্যবহার আর ঘটবে না। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই কিছু দোকানদার একত্রিত হয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে এবং কমিটির কোনো নির্দেশ মানছে না।

এমতাবস্থায় আপনার কাছে বিশেষ আর্জি যে আপনি দয়া করে প্রশাসনিক স্তরে কোনও বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে এই অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান। তা না হলে অনতিবিলম্বে কোন বড় গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে এবং বড় কাঁছারির জনজীবন ও ধর্মীয় পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে।''

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোহন নস্কর জানান, আমি বড় কাঁছারি ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির আবেদন পত্র পেয়েছি। পুণ্যার্থীদের হেনস্থা করা উচিত নয়। আমি শীঘ্রই ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।

হারাচ্ছে শঙ্খধ্বনি, সাইরেন

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যে ট্যাবলো পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যাঘাত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিষয় বস্তুতে রাজ্যের কথা থাকলেও এবারে অনায়াসে আজাদ হিন্দ–এর লড়াই তুলে ধরার সুযোগ ছিল। জাতপাত দীর্ণ ভারতে এই মুহূর্তে সম্প্রীতির প্রতীক আজাদ হিন্দকে স্মরণ–বরণ করার চেষ্টা করার কোন সংবাদ এখনও পর্যন্ত নেই। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইতিহাস কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ধুমধামসহ তোলে। সেখানে ও রাজনীতির আমোদে আজাদ হিন্দকে স্মরণ করার অবকাশ পেলেন না কেউ।

একসময় নেতাজি ও আজাদ হিন্দকে কেন্দ্র করে সারা ভারত উত্তাল হয়েছিল। জন জোয়ারে ভেসে যেত গলি থেকে রাজপথ। দেশ প্রেমের সেই সব আলোকচিত্র আজও ইতিহাসের বাসী। নেতাজির প্রতি সেই আন্তরিক শ্রদ্ধাকে কৌশলে খতম করা নানাবিধ কৌশল নিয়েছিল দিল্লির ও রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারগুলি। পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের আমলেও সেই ভাবনার পরিবর্তন ঘটেনি। নেতাজির কপি রাইটের দাবিদার কোন কোন বসু বংশীয় লোকজন আজকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ঠাঁই নিলেও সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতি মাত্রায় বিপরীত পথের কৌশলী পথিক। দেশবাসীকে শুধু বিভ্রান্ত করা নয় পাঠ্যপুস্তক থেকেও নির্বাসিত হয়ে যাচ্ছেন নেতাজি নীরবে। এ লজ্জা আমাদের জাতির। নেতাজি অনুরাগী বিদেশি মানুষজনও বিস্মিত হয়ে যান এদেশের, এ রাজ্যের সর্বস্তরে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ নির্বাসনের আয়োজন দেখে। এক সময় ২৩ জানুয়ারির মধ্যাহ্ন ১২.১৫ মিঃ ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে শঙ্খধ্বনি হত শ্রদ্ধাসহকারে। সরকারের তরফে মহল্লায় মহল্লায় থানায় থানায় সাইরেন বেজে উঠত জন্মমুহূর্তকে স্মরণ ও বরণ করতে। সমাজের পরির্বতন আর মন্থন শুরু হয়। রাজনৈতিক আর সামাজিক নানা মতাদর্শ আর উদ্বাস্থ সমস্যার অভিঘাতে বুদ্ধিজীবীদের ভাবান্তর ঘটে যায়। তবুও মরিচ ঝাপিতে প্রকৃত সর্মহারা মানুষজন বন্যপ্রাণী সংকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের যে দ্বীপটিকে শেষ আশ্রয় হিসাবে খুঁজে নিতে চেয়েছিল সেটির নামকরণ করা হয় 'নেতাজি দ্বীপ'।

নেতাজি জন্ম শতবর্ষে ১৯১৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অতীতের দলের মূল্যায়ন ভুলে সংবাদপত্রে, বেতারে দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নেতাজি জয়ন্তীর ক্ষণে শঙ্খ ধ্বনি, সাইরেন, সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের আবেদন জানিয়েছিলেন। সারাও মিলেছিল প্রচুর। আর আজ খোদ বঙ্গদেশেই পাঠ্যপুস্তকে উপেক্ষিত তিনি। যদিও সাধারণ মানুষ সাধ্যমত পথে ঘাটে মাঠে জাতীয় পতাকার বেদী তলে সেই হারিয়ে যাওয়া বীরশ্রেষ্ঠর জন্মদিনকে বরণ করে নেয়। সাইরেন সর্বত্র শোনা যাক আর নাই যাক দিনটা যে ২৩ জানুয়ারি।

গভীর রাতে কম্বল বিতরণ

দীপক ঘোষ : ২১ তম তৃণমূল কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বজবজ ওয়ে ট্যাঙ্কার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে নববর্ষের দিন তারা বিরাট কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে।

নববর্ষের আগের দিন গভীর রাতে বজবজ স্টেশন থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত ৬টি প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা ভবঘুরেদের ১০০ জনকে শীতের চাদর বিতরণ করে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। এছাড়া এক অনুষ্ঠানে বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের টেস্টপেপার দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এছাড়া বজবজের বেশ কয়েকটি ক্রীড়া সংগঠনকে খেলাধূলার জন্য ফুটবল সহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক অশোক দেব বলেন, ট্যাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশন যেমন ব্যবসা করে তেমনি মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে যা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কোচিন সাঁফুই, অভিষেক সাই, মিঠুন টিকাদার সহ আরও অনেকে।

সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সত্যব্রত মণ্ডল ও সমীর দাস জানান যারা এই কর্মকাণ্ড কে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ।

নবরূপে জয়নগর থানার উদ্বোধন করলেন বারুইপুরের এসপি অরিজিৎ সিনহা

শিশু পাচারকারী সন্দেহে আটক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ এক শিশুকন্যা কে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ নাটক চললো ক্যানিং স্টেশনে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে শিয়াদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনে।রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এদিন ৮–২৮ এর ডাউন শিয়ালদহ–ক্যানিং লোকালে বারুইপুর থানার কমলপুর গ্রামের বাসিন্দা আকিলা সরদার একটি শিশুকন্যা নিয়ে চাম্পাহাটি স্টেশন থেকে ক্যানিং যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠেন। ট্রেনের মধ্যে শিশুকন্যাটি অতিরিক্ত কাঁদতে দেখে সন্দেহ হয় ট্রেনের যাত্রী সুন্দরবন পাঠানখালি হাজী দেশারত কলেজের অধ্যাপিকা তনুশ্রী মজুদার,অধ্যাপিকা আরতি রায় এবং নার্স চন্দনা বিশ্বাসের।

অভিযুক্ত মহিলা আকিলা সরদারের সাথে কথা বলে সন্দেহ হওয়ায় শিশুকন্যা সহ মহিলাকে ক্যানিং স্টেশনে নামিয়ে স্থানীয় হকার বাপন নস্করের সহযোগিতায় ক্যানিং রেলপুলিশে ঘটনাটি জানালে রেলপুলিশ মহিলাসহ শিশুটিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরে সন্দেহ হওয়ায় ক্যানিং আরপিএফ সোনারপুর জিআরপি হাতে তুলে দেন।

সোনারপুর জিআরপি আকিলা সরদারের বিষয় খোঁজখবর নিয়ে শিশুর মা–বাবার প্রমাণ দেখে ছেড়ে দেন। সোনারপুর জিআরপির ওসি তুহিন দাস বলেন সামান্য একটু ভুল ছিল। আকিলা সরদার শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার সময় শিশুটির বাবা মা সঙ্গে না থাকায় সন্দেহের বশে এমন ঘটনা ঘটেছে। নিত্যযাত্রী দেবব্রত মুখার্জী,বাপীপাত্র,তারক দাস রা জানান সন্দেহ হোক বা নাই হোক দুই অধ্যাপিকা,একজন নার্স যেভাবে তৎপরতার সাথে এমন মাতৃসুলভ কাজ করেছেন তার তুলনা হয়না। বিশেষ করে রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নারী পাচার,শিশু র শীর্ষে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আরপিএফ ও অধ্যাপিকাদের এমন কাজের জন্য প্রশংসা করতেই হয়।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকটের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

এখন রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলায় এমনকি পাড়ায় তৈরি হয়েছেন এমন অসংখ্য তৃণমূলী মজিদ মাস্টার। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হুঁশিয়ারির ফতোয়াকে কার্যত থোড়াই কেয়ার করছেন তারা। নতুন ও পুরনো তৃণমূলের লড়াই এখন ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র রাজ্যব্যাপী। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই চলছে অভ্যন্তরীণ হানাহানি ও খুন খারাপির রাজনীতি। মাথার উপর দিদির ছবি টাঙিয়ে রেখে, মুখে দিদির আদর্শ, অনুপ্রেরণার কথা বলে যে যেভাবে পারছেন ক্ষমতার ফসল লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। আর এর ফলেই দানা বেঁধেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। তাদের বিশ্লেষণ, বিশেষ করে নব্য তৃণমূলীরাই জায়গা ও ক্ষমতা দখলের জন্য গোষ্ঠী রাজনীতি করছেন। যার একটা বড় অংশই এসেছে বামপন্থী রাজনীতি থেকে। পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা তৃণমূল বনাম তৃণমূলের ক্ষমতা কায়েমের লড়াই ততই প্রকট হবে, এমনটাই আশঙ্কা বিশ্লেষণ মহলের।

মাতৃমঙ্গল যোজনার একটি প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের করুণায় ভাগ্যহীনা মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের আপনবোধ'–এ মাতৃমঙ্গল যোজনার অধীনে একটি অভিনব প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দরবনের মৈপীঠ বদ্বীপের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন ভাগ্যহীনা কিছু মহিলা (জীবিকার্জনের জন্য জঙ্গলে বা নদীতে গিয়ে যাদের স্বামীরা আর গৃহে ফেরেননি)। এদের মধ্য থেকে সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য চার জন ও পশুপালন প্রশিক্ষণের জন্য দু'জনকে বাছাই করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু নিত্য সামগ্রীও উপস্থিত মহিলাদের প্রদান করা হয়।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

বাপী লাল দে : ২০১৭কে বিদায় জানানো হল অঙ্কনে আর ২০১৮কে অভিবাদন জানানো হল রক্তদানে। প্রতি বছরেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্রপল্লিতে আয়োজন করা হয় অঙ্কন সহ রক্তদান পালন উৎসব। উপস্থিত থাকেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে, এবারেও ছিলেন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিকাশবাবুরা। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ক, খ, গ বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৩০ জনকে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন প্রাণেশ চন্দ্র দাস এবং শিবাজী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৮ রক্তদান শিবিরের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি এবছরেই সাত বছরে পা রেখেছে বলে জানান অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক তৃণমূল নেতা নয়ন গুহ। রক্তদান শিবিরের মোট ৪৬ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন বলে জানা যায়। অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসাহীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ছিল গরম গরম চা কফি সহ বিস্কুটের ব্যবস্থা। এবং রক্তদাতা সহ অঙ্কন প্রতিযোগীদের জন্যে ছিল ফুল মিষ্টি উপহারের ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় এলাকার বিশাল ফুটবল খেলার মাঠে। দুদিনের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকায় বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পরের দিন পয়লা জানুয়ারি সকাল দশটায় শুরু হয় রক্তদান শিবির। শেষ হতে সময় লেগে যায় বিকেল তিনটে।

পঠন–পাঠন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭কে বিদায় জানানোর মুহূর্তে এই প্রথম সূচনা করে গেল পঠন পাঠন মেলা। সাঁপুই পাড়া বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্র পল্লির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এই মেলার শুভ সূচনা করেন বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতি দাস। পঠন পাঠন মেলাটি এই বছরেই প্রথম আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজিৎ নস্কর এবং সহ শিক্ষক দীপক বরুয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ২২ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন কাজকর্ম মেলায় প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়। এছাড়া স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা রবীন্দ্রনৃত্য, অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ সংগীতের আয়োজন করা হয়।

বাংলার সংস্কৃতিতে কেন্দ্রের শক্তিশেল

প্রথম পাতার পর

সরকারের ফতোয়া শিরোধার্য। শুরু হল মিউজিয়ামের মাঠ ভাড়া দিয়ে ও হস্তশিল্প বিক্রি করে উপার্জনের চেষ্টা। সঙ্গে উপরি পাওনা হল বস্ত্রমন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ। প্রাক্তন এক ভাইস চেয়ারম্যান অবশ্য একে মিউজিয়ামের কাজ বলে মানতেই রাজি নন। তাঁর অভিযোগ মিউজিয়াম ঠিকমত চলছে না। মিউজিয়ামে নেই সিসিটিভি। প্রকল্পের কাজেও চলছে নানা দুর্নীতি। এতদসত্ত্বেও যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য ও বেতনের টাকা নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল মিউজিয়াম। এরই মধ্যে কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন সংস্থাটিকে।

অবশেষে সকলেই হতাশ হয়ে বসে পড়লেন মন্ত্রকের শেষ পত্রাঘাতে। ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বরের জে–১৩২০১২/২১/২০০৪–০৫/ডিএস/ভল্যুম–II/১৪১১ নম্বর নোটিশ মারফত জানিয়ে দেওয়া হল ১৯৮৪ সালের চুক্তি বাতিল করে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেবে সরকার। মন্ত্রকের ডেপুটি ডাইরেক্টর হ্যান্ডিক্রাফটের স্বাক্ষরিত এই নোটিশ অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়েছে ১৩ জন কর্মীর পরিবারকে। আজ চারমাস ধরে বেতন বন্ধ কর্মীদের। অভুক্ত পরিবারগুলি তাকিয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি বিজন মণ্ডল এ প্রসঙ্গে জানালেন, এপ্রিল মাস থেকে বেতনের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও গত অক্টোবর মাসে এক পত্র মারফত জানানো হয়েছিল গত ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ হবে, কিন্তু হয়নি। বেতন তো দূর অস্ত, মিউজিয়াম চালানোর খরচও যোগান দিচ্ছে না সরকার। ফলে সিসিটিভি থেকে শুরু করে সবই বিকল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রকল্পের কাজে দুর্নীতি প্রসঙ্গে শ্রীমণ্ডল বলেন বস্ত্র মন্ত্রকের নানা প্রশিক্ষণের কাজ করতে হয় আমাদের। যার হিসাব দিতে হয় বিল ভাউচারে। পেমেন্ট হয় চেকে। দুর্নীতির কোন অভিযোগ আজ অবধি বস্ত্র মন্ত্রকের তরফ থেকে আসেনি। বরং কাজে খুশি হয়ে কাজ আসছে একের পর এক। উপার্জন তো দূরঅস্ত কাজ থেকে রোজগার করার কোনও উপায়ই নেই। এটা নিছক দফতরের কাজ।

দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন ডেপুটি ডাইরেক্টর জানিয়েছেন তিনি নোটিশে সই করেছেন মাত্র। সিদ্ধান্ত মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির। একমাত্র তিনিই এই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন। অর্থাৎ বিজেপি সরকারের বানিয়া বৃত্তির কাছে মাথা নত করতে চলেছে বাংলার সংস্কৃতি।

হবে নাই বা কেন, মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন বাংলার সন্তানরাও। মিউজিয়ামের স্থানীয় সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের সচিব সুব্রত বক্সী তো শুনতেই চাইলেন না সমস্যা। আবেদন পত্র জমা নিয়েই খালাস। বিজেপি নেতারা তো পশ্চিমবঙ্গে ভিত গড়তেই ব্যস্ত। বাংলার সংস্কৃতি তাদের কাছে গৌণ।

হাওড়ার নস্করপুরে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারি তলায় 'মহাপ্রভুর' প্রভাতী নাম সংকীর্তনে ভিড় জমাচ্ছে অগণিত ভক্ত। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তার দলের প্রভাতী নাম সংকীর্তন এখন লোকের মুখে মুখে। রাত চারটে বাজলেই শুরু হয় একে একে ভক্তের আগমন। সময় যত যায় ততই ভক্ত সংখ্যা বাড়ে। ধূপ–বাতি–ধুনায় সমস্ত পরিবেশে মহাপ্রভুর এক অপরূপ শোভা এক অপরূপ আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সুবিশাল টিনের ছাউনির আটচালার মধ্যে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা পাথরের বেদির উপর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। প্রতি বছর দোল পূর্ণিমাতে মাটির তৈরি এই বিগ্রহ পুনঃনির্মাণ ও মহোৎসব হয়। কথিত আছে একদা এই গ্রামে মহামারী দেখা দেয়। তাতে মানুষ মরা যায়। সেই মহামারী থেকে বাঁচতে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা এই পুজো চালু করে। খাতা কলমে এই পুজো ১৩৩ বছরের হলেও বর্তমানে প্রবীনদের মতে তা প্রায় ১৫০ বছর। যত দিন যাচ্ছে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'নারিকেলের ভিতর থাকে শাঁস ও জল। তা পেতে গেলে প্রথমে বাইরের আস্তরণ (ছোবড়া) সরাতে হয়, তার ভিতর থাকে কঠিন ও শক্ত বস্তু (নারিকেল মালা), সেই কঠিন বস্তু ভাঙলে তবে তা থেকে বের হয় সুস্বাদু শাঁস ও জল, তার আগে নয়।' সত্যি তাই প্রভুর লীলা বোঝা ভার। কার সাধ্য সে লীলা বোঝে। তাকে পেতে গেলে কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়– মহাপ্রভু আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য, আমাদের গ্রাম প্রভুর পুণ্য ভূমি। আমাদের গ্রাম মিলনের গ্রাম, আমাদের গ্রামের প্রতিটি মানুষ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ ধন্য। আমাদের মহাপ্রভু সর্ব ধর্মে সর্ব বর্ণের। আমরা সবাই মহাপ্রভুর সন্তান। আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রভুর সেবা করব। শীতের সকাল কনকনে ঠান্ডা। তবু ভক্তরা ভিড় জমাচ্ছে প্রতিদিন। প্রতিদিন কয়েকশো ভক্ত, কোনও কোনও দিন হাজার ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভক্তি যেথা ভক্তের ভগবান সেথা ভক্তের ডাকে ভগবান না এসে কি পারে। এখন দেখার ভক্তরা কেমন করে ভগবানকে তার আরাধনায় বেঁধে রাখে। নস্করপুর মহাপ্রভুর ভক্তরা নবদ্বীপ, মায়াপুর সমেত ভক্তিধারায় সকলকে বাঁধতে পারে কি না।

৫৮আন্তর্জাতিক পূর্ণাঙ্গ ব্রতচারী উপশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষ হল বাংলার ব্রতচারী সমিতি আয়োজিত ৫৮ তম আর্ন্তজাতিক পূর্ণাঙ্গ ব্রতচারী উপশীলন শিবির। শিশু, কিশোর ও যুবমানসে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ, জাতীয় ছন্দ ধারার সঙ্গে একাত্মতা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণে কলকাতার জোকায় ব্রতচারীগ্রামে ২১ ডিসেম্বর এই শিবিরের উদ্বোধন হয়েছিল। বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকে প্রায় ৩০০ জন এই শিবিরে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিবির উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর থেকে একটি হস্তশিল্প মেলারও আয়োজন হয়েছিল। এই শিল্প মেলায় নানা জেলার হস্তশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

ব্রতচারী পরিচেষ্টা মানুষ গঠনের এক সামগ্রিক প্রচেষ্টা। আজকের দিনে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের অন্যতম পুরোধা স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত এই ব্রতচারী পরিচেষ্টার প্রবর্তন করেন। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রেণীতে ব্রতচারী বাধ্যতামূলক করায় এই আন্দোলন আরো গতি পেয়েছে। এরজন্য বাংলার ব্রতচারী সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ব্রতচারী শিবিরের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রতচারী সমিতির সভাপতি প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব মধুমিতা রায়, আইএএস, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার প্রমুখ। তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসু উপস্থিত না হতে পারার জন্য দু:খ প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান সমিতির প্রধান সচিব কমলেশ চ্যাটার্জী। শিবির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ দেন শিবির পরিচালক অহীন্দ্রভূষণ সাহা। সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির অপর সচিব বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়।

২০ বছরের গৃহবধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ থানার পার্বতী গ্রামের সাঁতরা পাড়ায় এক গৃহবধূকে খুন করা হল। বেথুয়াবাটির মনোরঞ্জন মাঝির কন্যার সঙ্গে বছর ছয়েক আগে সাঁতরা পাড়ার ডেকরেটর স্বপন সাঁতরার ছেলে কার্তিক–র সঙ্গে প্রণয়সূত্রে বিবাহ হয়। দুর্ঘটনার দিন ৮ ডিসেম্বর কার্তিকের বছর পাঁচেকের কন্যাকে এক গৃহশিক্ষিকা যথারীতি তার বাড়িতে পড়াতে এসে দেখতে পায় বটি দিয়ে কার্তিক তার স্ত্রীর শ্বাসনালীতে কোপ দেয়। উক্ত শিক্ষিকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশিরা জড়ো হয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যোগ নিলে পথের মধ্যে গৃহবধূর মৃত্যু হয়। পাঁচ মাসের শিশুপুত্রের জন্য কার্তিক মানত করে, বাজি–বাজনা করে ঘোড়ার গাড়িতে পুজো দিতে যাওয়ার জন্য ২/১ দিনের মধ্যে।

বহু অর্থের প্রয়োজনে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনবার কথা বললে স্ত্রী রুষ্ট হয়। অনেক সময়ই ছাপোষা মনোরঞ্জন মাঝির কাছ থেকে টাকা নিয়ে জামাই কার্তিক আর ফেরৎ দেয় নি। স্থানীয়ভাবে তদন্তে এমনই ঘটনার কথা জানা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা আরও জানান কার্তিকের খুবই অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। খুব বেশি হলে কার্তিকের বয়স ২১ বছরের বেশি নয়। দুর্ঘটনার পর কার্তিক এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সাহায্যে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ক্যানিংয়ে গোষ্ঠীকোন্দল, আহত ৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–গোষ্ঠীদ্বন্দে উত্তপ্ত হল ক্যানিং এর ডাবু এলাকা। যুবতৃণমূল করার অপরাধে ব্যাপক মারধোরের অভিযোগ উঠলো মাদার কমিটির লোকজনের বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিন জন যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা পঞ্চায়েতের ডাবু গড়খালি গ্রামে। আহত দীপক নস্কর,রূপচাঁদ সরদার,মাধব সরদার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় নিজের দোকানে বসেছিলেন দীপক নস্কর। আচমকা বুদ্ধিশ্বর,সিদ্ধেশ্বর,সাগর মন্ডল সহ প্রায় ৭–৮জন তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার কমিটির কর্মী সমর্থকরা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে আচমকা লাঠি রড নিয়ে চড়াও হয় দীপক নস্করের উপর। মাধব ও রূপচাঁদরা বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও এলোপাথাড়ি ভাবে মারধোর করে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। দীপক বাবুর অভিযোগ আমরা যুব তৃণমূল করি বলে আমাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে মাদার কমিটির লোকজনরা।

পোস্ট অফিসের বেনিয়ম ব্যবস্থায় হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পোস্ট অফিসের কীর্তিকলাপে জনরোষ বাড়ছে বলে অভিযোগ। উলুবেড়িয়া সাব পোস্ট অফিসের দক্ষিণ হীরাপুর এবং কাঁজিয়াখালি পোস্ট অফিস দুটি কোন নিয়মে চলে, তা জনসাধারণের অজ্ঞাত। ফলে গ্রাহকগণ অহেতুক হয়রানির শিকার হচ্ছেন। পোস্টঅফিসের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। পাশবই থেকে টাকা তুলতে একাধিকবার দৌড়তে হচ্ছে পোস্ট অফিসে, কর্তারা কখন আসেন আর কখন যান বোঝার উপায় নেই। দক্ষিণ হীরাপুর পোস্ট অফিস সকাল ৭টায় খোলে, ৯টার মধ্যে তালা বন্ধ, আবার একই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁজিয়াখালি পোস্ট অফিস ১০–৩০ মিনিটে খোলে। এই পরিস্থিতিতে জনগণের হচ্ছে ভোগান্তি।

সম্প্রতি কাঁজিয়াখালি পোস্ট অফিসে ১০১৭–র ২৬ ডিসেম্বর টাকা তুলতে গিয়ে উইথ ড্রয়াল স্লিপ জমা করে ২ জানুয়ারি ২০১৮তে টাকা পাওয়া যায় অভিযোগ আছে। উক্ত ২৬ তারিখে স্লিপ জমা করলে বলা হয় ২৯ ডিসেম্বর টাকা এবং পাশ বই পাওয়া যাবে। অডিটের জন্য পোস্ট মাস্টার বেজায় ব্যস্ত। বাধ্য ফেরত আসতে হয়।

বিশেষ কারণে ওই দিন মহিলা বরিষ্ঠ নাগরিক হাজির না হয়ে ০১/১/১৮তে পৌঁছলে বলা হয়, পরেরদিন অর্থাৎ ২ জানুয়ারি '১৮তে আসতে। আটদিনের মাথায় পোস্ট অফিস থেকে টাকা এবং পাশ বই পাওয়া গেলেও, পাশ বইতে ২৮ ডিসেম্বর ডেট স্ট্যাম্প দিয়ে সই করা হয়েছে। অপর পক্ষে ১৮ ডিসেম্বর পোস্ট অফিসে উপস্থিত থাকার কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

গতিধারা ও পরিবহন প্রকল্প প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবহন দফতরের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের মানুষদের গতিধারা এবং অন্যান্য প্রকল্প প্রদান অনুষ্ঠান গত ২ জানুয়ারি আলিপুরের উত্তীর্ণ মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। এছাড়াও এদিন পরিবহন দফতর 'পরিবহন নাগরিক পরিষেবা' নামে এক হেল্প ডেস্ক চালু করার লক্ষ্যে নাগরিক পরিষেবা সদনের ফলক উদ্বোধন করা হল। এবং পরিবহন দফতরের আরটিও, এআরটিও, আধিকারিকদের আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করা হয়। যাতে দালাল চক্র থেকে নিস্তার পান সাধারণ মানুষ। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পরিবহন দফতরের সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি সামিমা শেখ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শৈবাল লাহিড়ি, তপন কুমার রুদ্র, আরটিও মেম্বার তথা কাউন্সিলর সন্দীপ বক্সী, সমাজসেবী ও খেলার জগতে অন্যতম প্রধান মুখ বাবুন ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় ১০০ গতিধারা প্রকল্পের অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়, হাজারটি ছোট গাড়ির প্রস্তাবপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও গ্রিন অটো, ম্যাক্সি ও গতিধারার কিছু গাড়িও তুলে দেওয়া হয়। শুভেন্দু অধিকারী এদিন জানান, স্থলযানের পাশাপাশি জলসাথী প্রকল্পেও বিশেষ নজর দিয়েছে এই সরকার। পুরনো ভুটভুটি নৌকোকে নবীকরণ করা হচ্ছে। এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩৫০টি ফেরিঘাটে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়া সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইডেন্টিটি কার্ড–এর মাধ্যমে দালাল চক্র ঠেকানো যাবে পরিবহন দফতর ও মোটর ভেহিক্যালসগুলিতে। যাতে সাধারণ মানুষ এই আইকার্ড দেখে সরাসরি আধিকারিকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। যাতে কোনও দালালের খপ্পরে না পড়ে।

–ছবি : উৎপল কুমার রায়

পুরনিগমের বাতিল জিনিস পড়ে নষ্ট হচ্ছে বঙ্কিম সেতুর নিচে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর নিগমের অবহেলায় পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে জমে থাকা লোহার সামগ্রী সহ বিকল গাড়িগুলি। এর মধ্যে আটটি হল সাধারণ চার চাকার গাড়ি, ২টি অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি জলের গাড়ি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি সহ লোহার আলমারি, লোহার তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বাইরে পড়ে থেকে জলে রোদে পুড়ে তাতে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারাই। হাওড়া বঙ্কিম সেতুর নীচে বিশাল এলাকা জুড়ে এই সমস্ত অব্যবহার যোগ্য যন্ত্রপাতি গুলি রাখা রয়েছে বলে জানা যায়। সেগুলি যদি এখনই বিক্রি করে দেওয়া যায় তাহলে জায়গাটিও পরিষ্কার হবে এবং পুর কোষাগারেও কিছু অর্থ ঢুকবে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব সরকার, রজত সেনগুপ্ত সহ আরও অনেকে। বেশি দেরি করলে যে দামটা এখনও পাওয়া যাবে তাও আর পাওয়া যাবে না বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে বিপ্লব বাবু বলেন আমরা বহু বছর ধরে সেই বামফ্রন্টের আমল থেকেই দেখে আসছি যে লোকের তৈরি জিনিসপত্রগুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাম সরকারও এই বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামান নি, একই আচরণ করে যাচ্ছেন বর্তমানের মা মাটি মানুষের সরকারও। অন্যদিকে হাওড়া বঙ্কিম সেতুর নীচে পড়ে থাকা লোহার তৈরি সামগ্রী নিয়ে হাওড়ার মেয়র রথীন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায় নি। তিনি ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানা যায়।

বিজ্ঞান মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলার সন্তোষপুর রেল স্টেশনের সামনে শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি দুদিনের বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হল সন্তোষপুর প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বোস সায়েন্স সার্কেল–এর পরিচালনায়। ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী। বর্তমান পাঠক্রম– বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী, বর্তমান পাঠক্রম বিজ্ঞান শিক্ষা–পরিবেশ নিয়ে আলোচনা, ক্যুইজ, পুতুল নাচ সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথম দিন বিকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অর্ঘ দেব ও সঞ্জয় কুমার, সমাজসেবী প্রণব গুহ, বিজ্ঞান বার্তা পত্রিকার সম্পাদক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য ও শিক্ষাবিদরা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৪৯ জন ছাত্র–ছাত্রী তাদের মডেল নিয়ে হাজির হয় প্রদর্শনীতে। অতিথিরা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থা, ওষুধ খাওয়ার অ্যালার্ম, বিনা বিদ্যুতে জল সরবরাহ সহ বেশ কিছু মডেল অভিনবত্বের দাবী রাখে। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি ঘটে। শ্রদ্ধা জানানো হয় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বিজ্ঞান মেলার প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ গোলাম মোস্তাফা মহাশয়কে। বিজ্ঞান সচেতনতার আকর্ষণে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

ব্যাপক উন্নয়নে গ্রামবাসীরা আনন্দিত

বনহুগলি–১ গ্রাম পঞ্চায়েত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ৩৫ বছর ধরে পিছিয়ে পড়া বনহুগলি –১নং গ্রাম পঞ্চায়েত যে ভাবে সিপিএম দখল করেছিলো ২০১২ সাল পর্যন্ত গ্রামের উন্নয়নের দিক থেকে একেবারে শূন্য বলা যেতে পারে। ২০১৩ সালে বনহুগলি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের মানুষ প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রধান চিরঞ্জিত বিশ্বাসকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী করে। এরপর উন্নয়নের কাজ শুরু করলেন চিরঞ্জিতবাবু। এই উন্নয়নের জোয়ারে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম। সঙ্গী হলেন সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি পূর্ত কর্ম্যাধক্ষ মুস্তাক শেখ। বনহুগলি পঞ্চায়েত অফিসটি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলেন চিরঞ্জিতবাবু। দোতলায় উঠে বাঁদিকে সোজা প্রধানের ঘর। ডান দিকে রয়েছে ব্যঙ্কের কাউন্টারের মত লম্বা সারিবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন কাজের কর্মীদের বসার জায়গা।। এছাড়া প্রধানের ঘরে ঢোকার আগে বাঁদিকে একটি লম্বা চওড়া টেবিল, সঙ্গে রয়েছে ৮টি চেয়ার। সেখানেও পঞ্চাতের সদস্যদের বসে কাজ করার জায়গা। চিরঞ্জিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার অফিসটি খুব পরিকল্পনা করে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। অল্পবয়সের প্রধান একটু মৃদু হেসে বললেন, এ আমার একার কাজ নয়, আমার অফিসের কর্মীরাও সাহায্য করেছে। এরপর জিজ্ঞাসা করি এলাকার জন্য আপনি কি কি করেছেন ? চিরঞ্জিতবাবু বলেন –আমরা আই, এস, জি, পি থেকে ১কোটি ৬ লক্ষ টাকা পেয়েছি। অনেকদিন আগে ইটের রাস্তা, ঝামা ও ঢালাইয়ের রাস্তা করে দিয়েছি । কারণ এখানে ৩৫ বছর ধরে কিছুই ছিলো না। এছাড়া পানীয় জলের ব্যবস্থা,যেমন গভীর নলকুপ ১৮টি। পাইপ লাইন দিয়ে জল সরবরাহ করেছি , বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে ,৪৬৭ শৌচালয় হয়েছে,গীতাঞ্জলী প্রকল্পে ১৭৫টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ইন্দিরা আবাস যোজনায় আমরা ৩০০ উপরে ঘর করেছি ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৪৬টি ঘর করা হয়েছে। ১০০দিনের শ্রমিকরা এখানে ৭৫ শতাংশ কাজ পায়। আমরা বার্ধক্য ভাতা দিয়েছি২৮৫ জনকে। এছাড়া শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে পঞ্চায়েতের অধীনে ৫টি স্কুলে। শুধু তাই নয় ,পঞ্চায়েত থেকে আমরা বিভিন্ন সমাজসেবা করে থাকি, যেমন– গরিব মানুষের বিবাহ , মৃত ব্যাক্তির দাহ করার খরচা বা দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য খাতা বই কিনে দেওয়া হয় , গরিব লোকেদের জন্য হাসপাতালের খরচা দেওয়া হয় । শেষ প্রশ্ন করা হয় প্রধান চিরঞ্জিতবাবুকে, আপনি এই বনহুগলি গ্রামে নতুন প্রধান হয়ে এতো কাজ সামলাচ্ছেন কিভাবে? তিনি হেসে বলেন, প্রথমে আমার মাথার উপরে রয়েছেন

মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি রাত দিন সংগ্রাম করছেন রাজ্যের জন্যে। তা দেখেই আমি শিক্ষা লাভ করেছি। দ্বিতীয়ত আমাকে বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়নের জন্য সাহায্য করছেন বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, তৃতীয়ত শেষে যার কথা বলতেই হয় তিনি হলেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শেখ মুস্তাক। আর সর্বশেষে রয়েছেন আমার পঞ্চায়েতের কর্মীরা। এছাড়া আমার চার পাশে রয়েছে আমার গ্রামের মানুষ। সুতরাং গ্রামের উন্নয়ন করতে আমার বেশি বেগ পেতে হয় নি। বনহুগলি হোগলপুড়িয়া গ্রামের ভিতর ঢুকে একজনের সঙ্গে দেখা হোল, নাম বাপী মন্ডল। পেশা চাষবাস। এলাকার উন্নয়নের কথা বলতেই সে বলে এখানে পানীয় জল ছিলো না, এখন বাড়ির কাছে পানীয় জল পাচ্ছি, এছাড়া মাটির বাড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রী যোজনায় পাকা বাড়ি হয়েছে। বাপী বলে আগামী পঞ্চায়েতে নির্বাচনে চিরঞ্জিতবাবুকে গ্রামের মানুষেরা জয়ী করবে নিসন্দেহে। কারণ প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে।

মহানগরে

এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ জানুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' বিষয়ে দেশাত্মবোধ ও দেশ–গঠন' প্রসঙ্গে বক্তৃতার একটি রাজ্য–পর্যায়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নেহেরু যুব–কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জেলাগুলি থেকে মোট ১৭ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। বিচারকের আসনে ছিলেন আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ অয়ন্তিকা ঘোষ, বাসন্তী দেবী কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইন্দ্রীলা গুহ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটার শ্রী অনুপম দেব। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছেন বাঁকুড়ার শ্রীমতী অপরাজিতা রায়, দ্বিতীয় হয়েছেন কলকাতার শ্রী উজান নাতিক এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বর্ধমানের শ্রীমতী তৃপ্তি মুখার্জি।

ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের করা হয়েছে এই বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে। এমত অনুষ্ঠানে যুব–সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য দেশের মানুষজন ও যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা যাতে তারা দেশ–গঠনের কাজে বেশি করে অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা ছাত্র–ছাত্রীদের বক্তৃতাদানের ক্ষমতা সকলের সামনে প্রকাশের একটি সুযোগও এনে দিয়েছে। অন্যদিকে, সারা দেশে যুব–সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষ্ঠু আলাপচারিতার মাধ্যমে দেশাত্মবোধের আকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে, ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা ও সান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক আশীষ স্বরূপ ভার্মা, যুগ্ম–নিবন্ধক শ্রী সঞ্জয় গোপাল সরকার এবং দূরদর্শন কলকাতার সংবাদ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রী আব্দুল হামিদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিল অসংখ্য ছাত্রছাত্রীরা।

আলিপুর মুখ্য পোস্ট অফিসের তত্বাবধানে চেতলা হিন্দ্ সংঘে গত ৫ জানুয়ারি আয়োজন করা হয়েছিল এক সেভিংস ব্যাঙ্ক মেলার। উপস্থিত ছিলেন আলিপুর পোস্ট অফিসের হেড পোস্টমাস্টার শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প নিয়ে আলোচনার মধ্যেমে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে তি এছাড়াও বিনা মূল্যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা হয় হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে। ও অন্যান্য প্রকল্পের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। যেমন সুকন্যা প্রকল্প, পোস্ট লাইফ ইনসুরেন্স সহ অন্যান্য অ্যাকাউন্ট।

ম্যালেরিয়া ছাড়ছে না শীতলতম জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা মহানগরের শীতলতম মাস জানুয়ারিতেও (মাসিক গড় তাপমাত্রা ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ম্যালিগন্যান্ট বা ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বন্ধ হয় না। ২০০৬–২০১৫ এই ১০ বছরে কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই এই মহানগরে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে যথাক্রমে ৫৮৬, ৬১৮, ৩৯৮, ৯৭৫, ৯৩৫, ৯৬০, ২৯৭, ২১৪, ১২৭ এবং ৭৪ জন মানুষ।

ভরা শীতের জানুয়ারি মাসটিতেও কলকাতায় মশক বাহিত ম্যালেরিয়া রোগটির সংক্রমণ কেন থামছে না। কারণ বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য, বাহক মশার দেহের ভেতরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর এক থেকে বহু হওয়ার প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পরিবেশের তাপমাত্রা লাগে মাত্র ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ কলকাতা মহানগরে গড় মাসিক তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসেও থাকে ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই জানুয়ারি মাসে শীতের কামড় খেয়ে মহানগরবাসীরা কিছুটা কাহিল হলেও ম্যালেরিয়ার পরজীবিরা সে সময় থাকে বেশ খোশ মেজাজেই। তাদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে কোনও ভাবেই কলকাতা মহানগরের জানুয়ারির শীতলতা আটকাতে পারে না। অন্যদিকে, কলকাতা মহানগরের পরিবেশ বংশবৃদ্ধির অনুকূলে থাকায় জানুয়ারি মাসেও বন্ধ হয় না ম্যালেরিয়া রোগের বাহন অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাইয়ের প্রজনন।

মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে দেখা গিয়েছে বহুতল বাড়ি, হাসপাতাল সরকারি অফিস আদালত এবং সরকারি কর্মী আবাসনের ছাদে, যেখানেই জলের ট্যাঙ্কের মুখ খোলা কিংবা যেখানে ফুটো ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক অথবা ফুটোর জলের পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা জল টানা বেশ কয়েকদিন জমে থাকে ছাদের কোণায় কিংবা ওভারহেড ট্যাঙ্কের নিচে অথবা অন্য কোথাও। সেখানেই চুপচাপ ম্যালেরিয়ার এই বাহক মশা বংশ বিস্তার করে। এছাড়া নির্মীয়মান বাড়ি এবং নির্মাণ কাজের অন্যান্য জায়গাতেও শীতের সময় নিশ্চিন্তে এই শত্রু মশা জন্মায়। কাজেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়লেও কলকাতা মহানগরের জানুয়ারি মাস মহানগরবাসীর কাছে মোটেই নিরাপদ নয়।

অনেকেই বলেন, শীত ঋতুতে কলকাতা মহানগর শুকনো থাকে। মহানগরবাসীরাও জল জমিয়ে রাখে কম। সুতরাং জানুয়ারি মাসে মশা নিয়ে না ভেবে শীতকালীন বিভিন্ন উৎসব, চড়ুইভাতি, বনভোজন, পিকনিকেই মেতে থাকো। আর পার্টির কাজ করে বেড়াও। মশকবাহিত রোগের সমস্যা যখন বাড়বে তখন দেখা যাবে।

কলকাতা পুরসংস্থার পতঙ্গবিদদের বক্তব্য, 'আবহমান কাল থেকে চলে আসা এই ধারণা এ মুহূর্তে বদলানো প্রয়োজন। তা না হলে আর কয়েক বছর পরে কলকাতা মহানগরে আর যাই হোক না কেন, মহানগরের পরিবেশ যে ম্যালেরিয়াবাহক মশার চারণভূমি হয়ে উঠবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বছরের শুরুতে অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাস দমনে যাঁরা আগ্রহী নন, তাঁরা দয়া করে মনে রাখবেন, এই মহানগরে জানুয়ারি মাসে ম্যালেরিয়াবাহক মশার আঁতুড়ঘরের সংখ্যা যতো কমই থাকুক না কেন, মহানগরবাসীর একটা বড়ো অংশের গাফিলতি এবং উদাসীনতার কারণে ওই অল্পসংখ্যক আঁতুড়ঘরেই অনায়াসে এই মশার বংশগতির চাকা এগোয়। সাতদিন পরপর ওই সব সূতিকাগারে জন্মানো নতুন প্রজন্মের মশারা কলকাতা মহানগরের সর্বত্র দখল নেয়। আর শীতের শেষে বেঁচে বর্তে থাকে যেসব মশককুল, তারাই গরমের শুরুতে কলকাতা মহানগরের আনাচকানাচে বংশবৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ আরেক প্রজন্মের মশা জন্ম নেয়। এভাবে চলতে চলতে গরমের মরশুম শেষ হয়। আসে বর্ষা। শহরের ইতিউতি বৃষ্টির জল জমে। লাফিয়ে–লাফিয়ে ম্যালেরিয়া বাহনের আঁতুড়ঘরের সংখ্যা বাড়ে। আর তখনই মশার বৃহস্পতি তুঙ্গে ওঠে। কলকাতা মহানগরে ম্যালেরিয়ার দাপট বাড়ে।

সহনাগরিকেরা, মনে রাখবেন, বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন গলিঘুঁজিতে দাপিয়ে বেড়ায় যেসব অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই, তাদের কেউই কলকাতা মহানগরের বাইরে থেকে আসা মশা নয়। তারা সবাই এই মহানগরেরই মশা, অর্থাৎ মহানগরের কোনও না কোনও নিরাপদ জলাধারে সেই জানুয়ারি মাসে জন্মানো মশাদেরই উত্তরপুরুষ। সুতরাং কলকাতা মহানগরের মশকবাহিত রোগের সংক্রমণ যদি কমাতেই হয়, মশা দমনের উদ্যোগ নিতে হবে জানুয়ারিতেই, ভরা বর্ষায় নয়, ছক মতো কাজ হলে বছরের বাকি ১১ মাস বোনাস মিলবে।

এছাড়াও জানুয়ারি মাসে মশা মারার উদ্যোগ নিলে হবে অন্য লাভও। প্রথম লাভ, বছরের এই মাসটিতে মশার আঁতুরঘরের সংখ্যা কম থাকায় মশা দমনের কাজে খুব কম লোক লাগবে। দ্বিতীয় লাভ, জানুয়ারিতে মহানগরে হাতে–গোনা যে কয়েকটি জলাধারে সবচেয়ে বেশি অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই জন্মায়, তাতে মশার লার্ভা মারতে কীটনাশক না হলেও চলবে।

কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থা নিয়েই সমস্যা মেটানো যাবে। যেমন জমানো জল ব্যবহার করে ফেলা, ছোটোখাটো নোংরা জলের জায়গা উল্টে দেওয়া, পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়িকুড়ি ভেঙে ফেলা, বড়ো জলাধারে মাছ ছেড়ে দেওয়া, ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কের মুখ খোলা থাকলে তাতে ঢাকনা লাগিয়ে দেওয়া, অব্যবহৃত জলাধার ভেঙে ফেলা, পাতকুয়ো কাজে না লাগলে বুজিয়ে ফেলা, ভূগর্ভস্থ জলাধারের মুখ খোলা না রাখা, পড়ে থাকা টায়ার এবং অন্যান্য জিনিসের ভেতরে জল জমে থাকলে তা মাটি বা আবর্জনা ফেলে তা বুজিয়ে ফেলা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, গত ২০১০ থেকে এসব কথাই বলে আসছে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর এবং তাদের পরামর্শক্রমেই বছরের গোড়া থেকে কলকাতা মহানগর জুড়ে মশার উৎস বিনাশের অভিযান চলছে।

সি নে মা ঘ র

অভিনব প্রতিবাদ চল কুন্তল

ড. শঙ্কর ঘোষ : রোজ সকালে পত্রিকা খুলে পড়তে বসলেই দেখি এখানে সেখানে, এ রাজ্যে ও রাজ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তার ফলে সাধারণ নিরীহ মানুষের যে কি দুরবস্থা তাও ছাপা হচ্ছে পত্রিকাগুলিতে। মোটামুটি সম্ভ্রান্ত একটি পাড়াতে স্থানীয় বিধায়কের দুই গোষ্ঠীর মারদাঙ্গায় পাড়ার লোকেদের করুণ ছবিটি পরিচালক রাজ মুখোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন তাঁর সাম্প্রদায়িক ছবি 'চল কুন্তল'–এর মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করার পর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন ওই পাড়ার তিন বৃদ্ধ বন্ধু। তাদেরই একজন কুন্তল। শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রটির নানা স্তর তিনি তুলে ধরেছেন অবলীলাক্রমে। অন্য দুই বন্ধু হিসাবে মনোজ মিত্র ও সমীর বিশ্বাসও আন্তরিক ছিলেন চরিত্র রূপায়ণে তবে এঁদের পুত্রদের উপস্থিতি ও আচরণ বড্ড নাটুকে। বিশেষ করে সমীর বিশ্বাসের মাতাল পুত্র ও তার দজ্জাল বৌমার ব্যাপারটাই নাটুকেপনায় আচ্ছন্ন। তেমনই বাস্তব সম্মত মনে হয় না কুন্তলের বাড়ির পরিচারিকা ও তস্য কন্যার সাজসজ্জা। অথচ ওই দুই চরিত্রে দোলন রায় ও দেবলীনা কুমারের অভিনয়ে আন্তরিকতার এতটুকু ঘাটতি নেই। ছবির বড় আকর্ষণ বিশ্বের চরিত্রের শিল্পী প্রতীক সেনের অভিনয়। 'খোকাবাবু' সিরিয়ালের দৌলতে তিনি খুবই জনপ্রিয়, এ ছবিতে অভিনয়ও করেছেন মন দিয়েই। দীপঙ্কর দে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বিধায়কের চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন। দীর্ঘদিনের অসুস্থতার ছাপ অনুরাধা রায়ের চেহারার মধ্যে পাওয়া না গেলেও, চরিত্রটির অসহায়ত্ব তিনি ফুটিয়ে তুলতে কার্পণ্য করেন নি। ছাত্রনেতার মায়ের হাহাকার বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে যেমন, তেমনই মন ভরিয়ে দিয়েছে অনুপম রায়ের গাওয়া 'চল কুন্তল' গানটি। ছবি শেষেও গানটি মনে অনুরণিত হতে থাকে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ছবিটি যা পরিচালক তুলে ধরেছেন, তাও মনে দীর্ঘদিন থেকে যাবে।

আসছে কচিপাতা

শুভঙ্কর ঘোষ : আজকাল বাচ্চাদের নিয়ে ছবি আর সেইভাবে কোথায় হচ্ছে। ক্লাস ফিল্মস ভেবেছে, প্রযোজক মঞ্জু ভেবেছেন, পরিচালক মিয়ান ব্যানার্জী ভেবেছেন।

তাদের একত্রিত হওয়ার ফসল হল ছোটদের জন্যে এই ছবি 'কচিপাতা', যা নিছক ছবি নয়। বাচ্চাদের নিয়ে একটা শিক্ষামূলক বার্তা মূলক ছবি। আজকালকার দৈনন্দিন জীবনে বাচ্চাদের নিয়ে এমন কিছু কিছু ঘটনা বা বিষয় নিয়ে কচিপাতা হয়েছে, যেখানে বোঝানো হয়েছে সমাজের প্রতি আমাদের কতটা সচেতনতা, অবলম্বন করা জরুরি কতটা আমাদের দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। পরিচালক এই ছবি সম্পর্কে বলেন, বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব ভাল। আমি এখানে অভিনয়ও করেছি, একজন শিক্ষকের ভূমিকায়, অভিনয় করে ভীষণ মজা পেয়েছি বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করাটা একটা আলাদা অনুভূতি। ড্যান্সারস ফোকাস (নিউ আলিপুর) আমাদের সহযোগিতা করেছে এই ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে।মঞ্জু বলেন, এটা একটা জমজমাট ছবি প্রত্যেকটা বাচ্চা খুব আনন্দ উপভোগ করতে পারবে সেই ভাবে আমি এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছি। আগামী দিনে বাচ্চাদের জন্য আরও ভাল ভাল কাজ করতে চাই।

স্মরণে পার্থ মুখোপাধ্যায়

ড. শঙ্কর ঘোষ : এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কিছুতেই ধরা ছোঁয়া যায় না। যদি বা স্বেচ্ছায় তারা বারেকের জন্যে কাছে আসে, মনে হয় হয়তো পালিয়ে বেড়ানো পাখি পোষ মেনেছে। কিন্তু সে যে কতো বড়ো ভুল তা উপলব্ধি করা যায় মুহূর্তের মধ্যেই। নন্দী গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কিশোর তারাপদ এই দলেরই। গৌরবর্ণ ছেলেটিকে দেখলেই মায়া পড়ে যায়। বড়ো বড়ো চোখ দুটিতে শিশুর সরলতা। যে দেখে সে না ভালোবেসে পারে না। কিন্তু তারাপদ কাউকেই বোধহয় ভালোবাসতে পারে না। বহু সন্তানের ঘরে তারাপদ অত্যন্ত আদরেই ছিল, কিন্তু বন্ধন– এমন কি স্নেহ বন্ধন তার সয় না। তার জন্ম নক্ষত্র তাকে গৃহহীন করে দিয়েছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে হাজির হয়েছে যাত্রার দলে। সেখানেও ওই একই দশা। জিমন্যাস্টিকের দলে ভিড়েছে পলাতক কিশোর, সেখানেও থাকতে দেয়নি তার যাযাবরী মনোবৃত্তি। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু সেবার অভাবিত ভাবে তারাপদকে পথের মাঝে খুঁজে পেলেন। অন্য সকলের মতো তিনিও দেখা মাত্রই স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলেন। স্ত্রী অন্নপূর্ণা তো মায়ের মমতায় পলাতককে বাঁধতে উদ্যত। এবারে তারাপদ মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়, হয়তো জমিদার কন্যা চারুশশীর ঈর্ষাকাতরতা তাকে কিছুটা কৌতূহলী করেছে এবং সেই কারণেই পথের হাতছানি তাকে ঘরছাড়া করতে পারে না। এমন সুন্দর একটি শিকলকাটা পাখিকে করায়ত্ত করে মতিবাবুর পরিবারে কত না জল্পনা কল্পনা, তারাপদের স্নেহাতুরা মা'র মনেও আশার বিদ্যুৎ বিকাশ, চারুশশী সুখে উৎফুল্ল, তবে বুঝি পলাতক চিরতরে বন্দী হবে, সকলের অন্তরের বাসনা সার্থকতার রূপে নেবে। কিন্তু সত্যি কি যাযাবরকে কেউ আটকে রাখতে পারে? রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ এই ছোটোগল্পের নাম 'অতিথি'। সেই 'অতিথি'কে বড়ো পর্দায় তুলে ধরলেন তপন সিংহ। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে নির্মিত এ ছবির জন্য তপন সিংহ বেছে নিয়ে এলেন যে কিশোরকে তারাপদ'র চরিত্রটিতে অভিনয় করানোর জন্য তার নাম পার্থ মুখোপাধ্যায়। সঠিক নির্বাচন। দর্শক সমালোচকেরা মুগ্ধ হলেন এই কিশোর অভিনেতাকে পেয়ে। চারুশশীর জন্য এ ছবিতে এলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই পার্থ মুখোপাধ্যায় গত বড়োদিনের ভোর বেলায় চলে গেলেন সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। মনে অনুরণিত হচ্ছে 'অতিথি' ছবিতে তাঁরই গাওয়া গান 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।' 'অতিথি' অবশ্য পার্থর প্রথম অভিনীত ছবি নয়। মাত্র ৯ বছর বয়সে চিত্ত বসু পরিচালিত 'মা' ছবিতে প্রথম তিনি অবতীর্ণ হন। সেই পার্থের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায়। বাবা মা হলেন খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণী দেব। চক্রবেড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। চারুচন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। চারুচন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমকম এ ভর্তি হয়েছিলেন। তবে প্রচুর ছবির কাজ এসে যাওয়ায় আর পড়ে উঠতে পারেন নি। খুব ভালো গান করতেন। কয়েকটি ছবিতে গানও গেয়েছেন। সুরকার অসীমা ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেন।

তিনি মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ধন্যি মেয়ে' ছবির কথা কেউ ভুলতে পারবেন না। হারভাঙা গ্রামের ন্যাংটেশ্বর চৌধুরীর নামে শিল্ড টুর্নামেন্ট। ন্যাংটেশ্বরের বড় ছেলে গোবর্দ্ধন এর উদ্যোক্তা। তাঁর আশ্রিতা ভাগনি মনসা। কলকাতার যে টিম খেলতে এলো তাদের ক্যাপ্টেন বগলা দত্ত। সেই বগলা বারোখানা গোল করেছে গোবরের টিমের বিরুদ্ধে। গোবর্দ্ধন ওরফে গোবর এর প্রতিশোধ নিতে মনসার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিলেন বগলার। বগলার দাদা কালী দত্ত এ বিয়ে কিছুতে মেনে নেবেন না। শেষে কি ভাবে মনসা সবাইকে বশ করেছে তা নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ডের ছবি 'ধন্যিমেয়ে'। দাদা কালী দত্ত হলেন উত্তমকুমার, ভাই বগলা হলেন পার্থ। মনসার চরিত্রে জয়া ভাদুড়ি। উত্তম পার্থকে একসঙ্গে আরও পাওয়া গিয়েছে বাঘবন্দী খেলা, অগ্নীশ্বর, সেই চোখ, দুই পুরুষ প্রভৃতি ছবিতে। পার্থ মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 'ফরিয়াদ' ছবিতে। মার্লেন হোটেলের রূপসী নায়িকা রত্নমালা (সুচিত্রা সেন) মুক্তি পেতে চান হোটেল মালিক বরেন মল্লিকের (উৎপল দত্ত) লালসার অক্টোপাশ বাঁধন থেকে। সেই মুক্তি এনে দিয়েছে রত্নমালার পুত্র প্রশান্ত (পার্থ)। দারুণ নাটকীয় ছবি। পার্থ দেখিয়েছেন তাঁর অভিনয় ক্ষমতা।

এছাড়া পার্থকে দর্শকেরা মনে রাখবেন তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ' ছবির জন্য। বালক বর (পার্থ), বালিকা বউ (মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়)। দর্শকদের মুগ্ধ করল সে ছবি। এছাড়াও তাঁর অভিনীত ছবির তালিকায় আছে গল্প হলেও সত্যি, আপনজন, প্রথম প্রতিশ্রুতি, রাজা, অসময়, শুভ রজনী, হাটেবাজারে, অভাগিনী, অন্তর্ধান, ঈশ্বর পরমেশ্বর, ঘটকালি, সজনী আমার সোহাগ প্রভৃতি।

ধারাবাহিকেও তিনি অভিনয় করেছেন। ২০১৭–র গোড়ায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'চৌরঙ্গী' নামের একটি সাময়িক পত্রিকার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁকে শেষ দেখেছিলাম। বক্তব্য রাখলেন সাবলীল ভঙ্গিতে। সেই মানুষটি চলে গেলেন। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে তাঁর মরদেহ আনা হয়েছিল শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

WMT 9615

নিজস্ব প্রতিনিধি : (Three Shades of Life) –স্বপ্ন সম্পর্ক এবং ভালোবাসা জীবনের এই তিন সহজাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনকে অনুসন্ধানের গল্প। এই ছবির কাহিনী–কাঠামো তৈরি হয়েছে তিনটি ভিন্নধর্মী গল্পকে অবলম্বন করে। আর এই তিনটি গল্পের যোগসূত্র একটি ট্যাক্সি।

একটি সংস্থার কর্ণধার রাহুল চ্যাটার্জী একদিন অফিস যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে গ্যারেজে একটি ভাঙা ট্যাক্সি দেখে গাড়ি থেকে নেমে গ্যারেজের মালিক নব ঘোষের কাছে ট্যাক্সিটা কিনতে চায় ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। কিন্তু কেন ? নব–র প্রশ্নের উত্তরে রাহুল জানায় এক সময় কিছু রোজগারের জন্য এই ট্যাক্সিটা সে চালাতো। এই ট্যাক্সির সঙ্গে তার জীবনের তিনটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে যা তার জীবনকে বদলে দিয়েছিল এবং আজ সে যেখানে আছে তা এই ট্যাক্সিটার জন্যই। রাহুল চ্যাটার্জীর সেই তিনটি অভিজ্ঞতাই এই ছবির তিনটি কাহিনী যা স্বপ্ন–সম্পর্ক এবং ভালোবাসার মাধ্যমে জীবনকে অনুসন্ধান করেছে।

এই ট্যাক্সিকে নিয়েই তিনটে তিন রকমের গল্প,

দুঃখ এবং ভালবাসার। যা পরিণত হয় জীবন সঙ্গিনীতে। এরপর চলতে থাকে সিনেমা এক জন্মদিনের পার্টিতে সেইসব অতীতকে নিয়ে।

অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অলোকানন্দা রায়, সমদর্শী দত্ত, দেবলীনা দত্ত, পৌষালী দাশগুপ্ত, অলিভা চ্যাটার্জী, শুভ্র সেনগুপ্ত বসাক, অশোক রঞ্জন গুপ্ত, খরাজ মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। এই সিনেমার পরিচালনায় আছেন তমাল দাশগুপ্ত এবং প্রযোজক মিস্টার মাহী, সুর দিয়েছেন অনিন্দ্য বোস এবং গেয়েছেন রূপঙ্কর বাগচি এই ছবিরই শ্যুটিং ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি গত ২ জানুয়ারি ২০১৮।

সারাদিন ব্যাপি সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ই ডিসেম্বর উত্তরপাড়ার মাখলায় 'বন্ধু মহল' ক্লাবে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সংগঠন 'সমতা পরিষদ'–এর সাহিত্য কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। লিটল ম্যাগাজিন জগতের শতাধিক কবি, লেখক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

প্রাতঃরাশের পরে শুরু হল অনুষ্ঠান (তবে তার আগেই প্রাতঃরাশ সারতে সারতেই দেখা গেল কবি লেখকেরা নিজেদের মধ্যে মেতে উঠেছেন কবিতা, গল্প নিয়ে আলোচনায়। এটাই হল লিটল ম্যাগাজিন জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক! সাহিত্য চর্চা 'যখন তখন'!)। যথারীতি অনুষ্ঠান শুরু হল উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরিবেশনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সমতা পরিষদের সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ– যথাযথ পরিবেশন। অতঃপর স্বাগতঃ ভাষণ দিলেন সংগঠনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বাসুদেব চক্রবর্তী– তাঁর ভাষণ সকলের মন ছুঁলো। এরপর সম্পাদিকা মানোয়ারা খাতুন পাঠ করলেন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন। সংগঠনের ক্রিয়াকর্মের কথা আসরে উপস্থিত সকলে জানলেন।

এদিন বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল 'বর্তমান সমাজে কবিদের সচেতনা'– আলোচনায় অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন। সংগঠনের এবছরের অনুষ্ঠানে ত্রয়ী কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। এঁরা হলেন সর্বশ্রী কবি সোমনাথ সরকার, শিখা সমাজপতি ও ৪০ বছরে পা দেওয়া ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দের ঝংকারের সম্পাদক, 'নিহত গোলাপ' খ্যাত কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে ছিল কবিতা পাঠ, যাতে শতাধিক কবি অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শব্দের ঝংকার 'রেজিমেন্ট (!)'–এর কবিবৃন্দ— সর্বশ্রী কবি মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সমীর বেতাল, স্বাগতা পাল, দেবনাথ পোড়ে, সুদীপা মজুমদার, অমর কুমার দাস, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, নীপা চক্রবর্তী, সুদীপা সাহা, কাকলি চট্টোপাধ্যায়, বিজয় কুমার মাল, মনন দাস, ঝুনু ভৌমিক, পলি ঘোষ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অতি উজ্জ্বল ভাবে সঞ্চালনা করেন কবি শান্তা কর রায় (স্বভাবতই সকলের অনুরোধে তাঁকে একটি স্বরচিত কবিতাও শোনাতে হয়)। এদিন অনুষ্ঠানে আনুষ্টানিকভাবে প্রকাশিত হল 'কবিতা নিয়ে' একটি সংকলন। সকলের হাতেই সংকলনটি তুলে দেওয়া হল আর সেই সাথে তুলে দেওয়া হল মিষ্টির প্যাকেট— এসব কবিদের হাতে তুলে দিলেন বহু বছর পরে প্রকাশিত সংবাদ–সাহিত্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা 'চিকন'–এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মেঘনাদ দাস– সকলে 'হাশিখুশী' মনে (যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে স্মরণ করে!) বাড়ির পথ ধরলেন যেমন দিনের শেষে 'কুলায় ফেরে বিহঙ্গেরা'...

আরও : 'নিহত গোলাপ' খ্যাত কবি কি এদিন কবিতা শুনিয়েছিলেন? স্মরণে আসছে না...

বড়দিন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'বরাহনগর সেন্ট জেমস চার্চের' ফাদার এন এস নাগের পরিচালনায় 'খ্রীস্টমাস ডে' (ভগবান যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন) উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'সান্তাক্লজ' শিশুদের উপহার দেন। এছাড়া উপাসনা ও আলোকমালায় সজ্জিত চার্চের মন্দির দর্শন করে অসংখ্য মানুষ তৃপ্তি লাভ করেন। আপ্যায়ন করেন সম্পাদক মানস সেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করন মানস বিশ্বাস,বুদ্ধদেব বাবু প্রমুখ।

স্মৃতিবাসর উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ''উত্তম মঞ্চে'' (হাজরা) তবলাবাদক সঙ্গীতাচার্য্য সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাসের স্মৃতিতে একুশতম 'স্মৃতিবাসর উৎসব' অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন স্বামী প্রাণনাথা নন্দজী। গিটার বাজান দেবাশিস ভট্টাচার্য। সাথে তবলা বাজান পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী। তবলার লহরা বাজান শংকর প্রসাদ চৌধুরী। সাথে হারমোনিয়াম বাজান অসিত বিশ্বাস। খেয়াল গেয়ে শোনান অর্ণব চ্যাটার্জী। সাথে তবলা ও হারমোনিয়াম বাজান আদিত্য ব্যানার্জী ও রঙ্গন মুখার্জী। সঞ্চালনা করেন দেবাশিস বসু। পরিচালনায় সম্পাদক রাধাবল্লভ দাস। ধন্যবাদ তাপস গাঙ্গুলি।

বার্ষিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কুমারটুলি পরিচয় ক্লাবের নবম বার্ষিক উৎসবে দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের শীতবস্ত্র, শাড়ি ও ধুতি বিতরণ করা হয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, পুরপিতা বাপী ঘোষ, ডি. আশিস, অর্পিতা দত্ত, শান্তিনাথ মুখার্জী, সুকান্ত ঘোষাল, শুভেন্দু মাইতি, গৌতম ঘোষাল, সমীর সাহা, রূপা ব্যানার্জী, রাজু সোম, আশিস গাঙ্গুলি, প্রদীপ দে, কার্তিক পাল, গৌতম অধিকারী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, অভিষেক ঘটক প্রমুখ। শিশুশিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। সভাপতি ছিলেন ষষ্টি পাল, ধন্যবাদ দেন সম্পাদক অরূপ রায়। সঞ্চালনা করেন অমিত রায়। সহযোগিতায় মধুসূদন, গৌরগোপাল, রেমন্ত, অলোক, অয়ন, বাবু (১)বনী, বিদ্যুৎ, ভোলা, জয়ন্ত, সুজয়, তাপস, সমর, কাজল, মানা, বাবু(২) অভিষেক প্রমুখ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'কলককিলী মঞ্চে' (বাঙ্কুর অ্যাভিনিউ) 'মিলন তীর্থ সাংস্কৃতিক মঞ্চের' উদ্যোগে শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচর্যের পৌরোহিত্যে 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 'বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ' শ্রুতি নাটকে নাটক ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফাল্গুণী ভট্টাচার্য, জবা দাস, মঞ্জশ্রী বাগচি, কাকলী ঘোষ, মধুমিতা নন্দী, সুপ্তি দত্তগুপ্ত, সুবল রায়চৌধুরী, কাজল বর্মণ, শ্যামল চক্রবর্তী, গৌতম গোস্বামী প্রমুখ। সেতার বাজান সুপ্রতীক সেনগুপ্ত। সাথে তবলা বাজান সমীর নন্দী। খেয়াল গেয়ে শোনান বিশ্বনাথ সুর, কুবের সেনগুপ্ত ও দীপান্বিতা মুখার্জী। তবলা ও হারমোনিয়াম বাজান পীযূষ ঘোষ, অভিজিৎ চক্রবর্তী ও সাগর ঘোষ। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমল চৌধুরী। ধন্যবাদ দেন শ্যামল চৌধুরী সহযোগিতায় গৌতম মজুমদার।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ৭ জানুয়ারি, ২০ ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৮

৭ই জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Competition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

২০শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১০টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক রবীন্দ্র নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৪টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯ এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

সুভাষ দাস – ক্যানিং – ৯৭৩২৬৯৭৩৭৩,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭– ০৩৩ ২৪৭৯৮৫৯১

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ বৈকাল–৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

সনির চোট, সঞ্জয়ের ইস্তফা, সর্বনাশ বাগানে

অরিঞ্জয় মিত্র

বছরের শুরুতেই ধাক্কা বাগানের জন্য। দীর্ঘদিন দিন পর সবুজ মেরুন টেন্টে আই লিগ এনে দেওয়ার কারিগর সঞ্জয় সেনের বিদায় ঘটেছে ২০১৮-র একেবারে গোড়ায়। হয়তো তাঁকে সরাসরি মোহন কর্তারা বরখাস্ত করে নি, কিন্তু যেভাবে একের পর এক ব্যর্থতার দায় নিয়ে তিনি নিজেই পদত্যাগ করেছেন তার পিছনে পরিস্থিতির চাপ প্রবল। ভুলে গেলে চলবে না, এই মানুষটির জন্যই গত কয়েক বছরে মোহনবাগান পারফরমেন্সের নিরিখে দেশের অন্যতম সেরা। সেই জায়গাটাই এ বছর একের পর এক ব্যর্থতা এসে ভিড় জমিয়েছে। পাশাপাশি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবছর আই লিগে শীর্ষে অবস্থান করছে। যা বলা চলে। তাও মোহনবাগান যে পিছু না হটে একের পর এক ভালো পারফরমেন্স গড়ে তুলছে এটাই অনেক। সেই জায়গাটাই এবার ভেঙেচুড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

তাও গত ৩-৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের এই লাগাতার সাফল্যের পিছনে এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের চাগাতে সাহায্য করেছে। বিদেশি নির্বাচনেও মোহনবাগান কর্তাদের তৎপরতা সবুজ-মেরুনকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। ব্যারেটোর পর সনি নর্ডি বাগানে সেই ব্যক্তি যিনি প্রচুর রংবেরংয়ের ফুল ফুটিয়েছেন। জেজে ও বলবন্তের মতো ভারতীয় তারকা দলকে আরও মাইলেজ এনে দিয়েছে। আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। এই সাজানো বাগান যবে ভেঙে গিয়েছে তখনই অশান্তির আঁচ এসে ছেয়ে ফেলেছে। যার পরিণাম মোহনবাগানের এত হতশ্রী পারফরমেন্স ও সফল কোচের বিদায়। তাছাড়া মোহনবাগানের মেরুদণ্ড টিম ভেঙে যাওয়াও এই ব্যর্থতার একটা বড় কারণ। বিশেষ করে ফিজিক্যাল ইন্সট্যাক্টর গার্সিয়া ও দলের প্রাণভোমরা কাতসুমির চলে যাওয়া একটা বিশাল ক্ষতি। যার সুফল পুরোদমে ওঠাচ্ছে এখন লাল-হলুদ।

যদিও গতবছর সাজানো বাগানে অশান্তির আঁচও দেখা গিয়েছিল তারকা-কোচ যুদ্ধে। আই লিগ ফসকে যাওয়ার কাটা ঘাঁ শুকাতে না শুকাতে ফেড কাপ ফাইনালে হার গোছানো সংসারকে যেন তছনছ হয়ে দিয়েছিল। বকলমে ঝামেলা লেগে গিয়েছিল সনি নর্ডির সঙ্গে সঞ্জয় সেনের। দুই 'স'য়ের ঝামেলায় বাগান ম্যানেজমেন্টও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোচ হিসাবে সঞ্জয়ের পারফরমেন্স মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তা তিনি দলকে ট্রফি দিতে না পারলে কি করা যাবে। আবার সনি নর্ডির মোহনবাগানের হয়ে সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এও বলা হচ্ছে ক্লাব প্রীতির ব্যাপারে সনি অনেকটা ব্যারেটোর মতো। এহেন মোহন-অন্তপ্রাণ সনির সঙ্গে সঞ্জয়ের বিবাদ তাহলে কী নিয়ে? গড়ের মাঠের সূত্র বলছে আসলে সনির প্রতি এতটাই ফোকাস পড়ছে যা হয়তো সহ্য হচ্ছে না সঞ্জয়ের। পক্ষান্তরে আবার এও বলা যায় সঞ্জয়কে মানতে পারছেন না সনি। যদিই এই মরসুমের শুরুতে সনি ও সঞ্জয়ের মধ্যে কোনও ঝামেলা আছে বলে মনেই হয়নি। আর সঞ্জয় সেন যখন কোচিংয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন এমন একটা সময় যখন চোটের কারণে সনি নর্ডির সার্ভিস পাচ্ছে না সবুজ মেরুন। এখন এই দুই 'স'য়ের অভাব কি করে বাগান ম্যানেজমেন্ট মেটায় সেটাই দেখার।

চুঁচুড়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতা

মলয় সুর : চুঁচুড়া ফুটবল ময়দানের সপ্তম বর্ষে আটদলীয় বিখ্যাত ফুটবলারদের প্রশিক্ষক প্রয়াত 'ভোলাদা' বা অশ্বিনীকুমার বরাটের স্মৃতি চ্যালেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল নতুন বছরের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হল। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এই আমন্ত্রণমূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত পর্যায়ের এই দিন ফাইনাল প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে মুখোমুখি হয় মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাব ও চুঁচুড়া পেয়ারাবাগান ফুটবল কোচিং সেন্টার। ফাইনালে প্রায় একপেশে খেলা হয়। খেলার নির্ধারিত সময়ে কোন দলই গোল করতে পারেনি। এরপর টাইব্রেকার হয়। সেখানেও খেলার নিষ্পত্তি হয় নি। সাডেন ডেথে মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাব জয়ী হয়। আটদিন ব্যাপী এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন চুঁচুড়া পেয়ারাবাগানের কৌশিক সরকার। এছাড়া সেরা গোলকিপার হন মানকুণ্ডু স্পোর্টিংয়ের মনসা

মালিক। তাঁর অনবদ্য সেভ থাকার দরুণ।

সবশেষে বিজয়ী দলের হাতে অশ্বিনী বরাট চ্যালেঞ্জ ট্রফি ও নগদ ২৫ হাজার টাকা নগদ আর্থিক পুরস্কার এবং বিজিত দলের হাতে চ্যালেঞ্জ কাপ ২০ হাজার টাকা নগদ অর্থ তুলে দেন। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক অসিত মজুমদার। এছাড়া ছিলেন অতীত দিনের দিকপাল ফুটবলাররা কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী, তনুময় বসু, ৭০ দশকে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় বিভাস সরকার, চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ভাইস-চেয়ারম্যান অমিত রায়, এছাড়া এই পুরসভার কাউন্সিলররা। এই প্রতিযোগিতা দেখতে দশ হাজার মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

৭ কিমি ম্যারাথনে নয়া ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ কিমি ম্যারাথনে নয়া ইতিহাসের সূচনা করলেন ভদ্রেশ্বরের রবীন্দ্রনাথ দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাস। সেই দৌড়ে দুজনেই প্রথম স্থান অধিকার করে পদক, শংসাপত্র এবং আর্থিক

পুরস্কার পান। সোমবার সকালে উত্তরপাড়ার গৌরী সিনেমার কাছ থেকে দৌড় শুরু করে শেষ হয় রিষড়া গালর্স স্কুলের কাছে। হুগলির ভদ্রেশ্বরে ৭৫ বছরের রবীন্দ্রনাথ দাস ও ৫ বছরের মঞ্জু দাস দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৪০০, ৮০০, ১৫০০ মিটার দৌড়ে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিয়েছেন দু'জনে। এমন কি মাস্টার্স এশিয়ান গেমস, সাফ গেমস বা কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিয়ে 'দাস' দম্পত্তি পদক ছিনিয়ে এনেছেন। তাদের কাছে জেলাস্তর, রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ের দৌড়ে পদকের স্থান হবেই। এই স্বপ্নকে ঘিরেই ঘর ভর্তি ট্রফি বিভিন্ন দেশ বিদেশের মেডেল, শংসাপত্র ঠাসা রয়েছে। ৭০এর দশকে কলকাতা ময়দানে নামকরা দলে ফুটবল খেলতেন। রাইট বা লেফট উইংগারে খেলতেন। এই ফুটবল খেলার দরুণ রবীন্দ্রনাথ দাস ভদ্রেশ্বরে ব্রেথওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকরি পান। রবিদা বলেই সকল জায়গায় অতি পরিচিত নাম। এই কারণেই সকলেই এই দম্পতিকে 'জেটপেক' দম্পতির সঙ্গে তুলনা করেন। এই মিনি ম্যারাথনে সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সাত কিমি দৌড়ের আয়োজন করেছিল রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব। মূল উদ্যোক্তা ছিল ডাক্তার সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমাজসেবী অঞ্জনা মৈত্র। এখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন। তার মধ্যে ২৫ জন মহিলা। সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী বলাগড়ের বারো বছরের সন্দীপ দাস। এই প্রবীণ ও নবীনদের দৌড় দেখতে রাস্তার দুপাশে বহু মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। ব্রেথওয়েট কোম্পানি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এখন সম্পূর্ণ ভেটারেন্স দৌড়বীর 'দাস' দম্পতি। রবিদা বলেন, এখনও আমি পুরোপুরি সুস্থ না আছে প্রেশার, সুগার। বহুদিন ফুটবল খেলছি ও তাঁর সঙ্গে শরীরচর্চা করছি। রবিদার আর এক ভাই আছেন ছবি দাস। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। এদিকে মঞ্জু দেবীর বাপের বাড়ি কামারকুণ্ডুতে। ভদ্রেশ্বরে বিয়ে হয়ে আসার পর ১৯৯৬ সাল থেকে অনুশীলন শুরু করেন। এরপর মঞ্জুদেবী ১৯৯৮তে প্রথম আসামের গুয়াহাটিতে ন্যাশানাল মিট করেন। সেই পথ চলা শুরু। দাস দম্পতিকে দেখে মুগ্ধ উদ্যোক্তা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এমনকি প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ ও প্রাক্তন বিচারক নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী। সকলেই আপ্লুত ও আনন্দিত। দিনটা সকলের কাছে আনন্দের উদ্বেল হয়ে রইল।

ক্যারাটেতে প্রিয়াংকার কেরামতিতে মজে রিষড়া

রিম্পি ঘোষ : রিষড়া বারুজীবী কলোনি। এই এলাকারই একটি অংশে রয়েছে ইটের বাড়ি তার ওপর টালির ছাউনি দেওয়া একটি মাত্র ঘর। সেই ঘরের মাঝখানে বেড়া দিয়ে দুদিকে পার্টিশন করা। তার পাশেই বেড়ার ঘরে রান্না হয়। শৌচাগার বলতে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে লাগানো প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা। সেই একচিলতে ঘর থেকে গন্তব্য কোন্নগরের নবগ্রাম সেবক সংঘে প্র্যাকটিসে যোগ দেওয়া। এভাবেই চলছে বাংলার প্রতিশ্রুতিমান ক্যারাটে খেলোয়ার প্রিয়াংকা গায়েনের জীবন। ২১ বছরের জীবনে অনেক ওঠা-পড়া দেখেছেন।

পরিবার বলতে বাবা অমলকৃষ্ণ গায়েন ভ্যানে করে আলমারি, আসবাবপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে সামান্য কিছু আয় করেন। মা রূপালি গায়েন কোন্নগর সেবক সংঘে পরিচারিকার কাজ করেন। এছাড়া, রয়েছেন প্রিয়াংকার এক দাদা দেবকুমার গায়েন পেশায় কাঠমিস্ত্রি। রয়েছেন বৌদি আশা গায়েন, গৃহবধূ। প্রিয়াংকা ২০০৫ সাল থেকে ক্যারাটে শিখছেন। কোন্নগরে সেবক সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি প্রিয়াংকার। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

১২ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০০৭ সালে কোন্নগর নবগ্রাম সেবক সংঘে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপো, পরের বছর জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ, জেলাস্তরে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০০৯), ২০০৯ সালেই হাওড়ায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ ও টিম কাতায় সোনা, কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সর্বভারতীয় বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা, ২০১০ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা, টিম কাতায় রুপো ও কাতায় ব্রোঞ্জ, জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ (২০১১), জেলাস্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে রুপো (২০১১), পরের বছর ২০১২ সালে রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ, ২০১২ সালে জেলাস্তরের আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ ও কাতায় রুপো, ওই বছরই জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ। রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে রুপো (২০১৩), ২০১৪ সালে জেলাস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা, রাজ্য স্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপো (২০১৪), সর্বভারতীয় কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ (২০১৪), রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ও কাতায় রুপো (২০১৪), ২০১৫ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় রূপো, ২০১৬ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা এবং এই বছর সদ্য সমাপ্ত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় রুপো, এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে প্রিয়াংকার ঝুলিতে।

কোন্নগরের নবগ্রাম সত্যভারতী বালিকা বিদ্যাপীঠের উচ্চ-মাধ্যমিকের ছাত্রী ২১ বছরের প্রিয়াংকার এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল কারিগত হলেন কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার। এই তারকনাথ সর্দারের কাছে আসাতেই প্রিয়াংকার জীবনের গতিপথ ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। তারকনাথ সর্দারের প্রশিক্ষণেই নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন প্রিয়াংকা। প্রিয়াংকার কথায়, 'আমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তার জন্য তারক স্যারের কৃতিত্বই সবথেকে বেশি। তিনি না থাকলে আমি হয়ত হারিয়ে যেতাম।

তারক স্যার আমার জন্য যা করেছেন তা কোনওদিনও আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।' একদিকে আর্থিক অনটন তার মধ্যে প্র্যাকটিস। তারকনাথ সর্দার নিজেও নিজের ছাত্রী সম্পর্কে দারুণ আশাবাদী। বললেন, 'ও যেভাবে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় নিজের পারদর্শিতার প্রমাণ দিচ্ছে তা যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে অনেক দূর যাবে। সব থেকে বড় কথা ওর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। দরকার শুধু সঠিক পরিমার্জনের। তাহলেই সফল হবে। অবশ্যই তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থায়ী চাকরির। কিন্তু প্রিয়াংকার লক্ষ্যভেদের পথে রয়েছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। প্রিয়াংকার কথায় তিনি বড় হয়ে ভবিষ্যতে পুলিশে চাকরি করতে চান।

সারা বাংলা যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ
প্রতিযোগিতা ২০১৮
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোগ এ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন) কর্তৃক অনুমোদিত)
পরিচালনায়
যোগ কিওর সেন্টার
'যোগাভবন', ওরিয়েন্টমোড়, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
কলকাতা-৭০০১৩৮
স্থান : কালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
তারিখ : ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রবিবার,
সময় : সকাল ৯টা

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

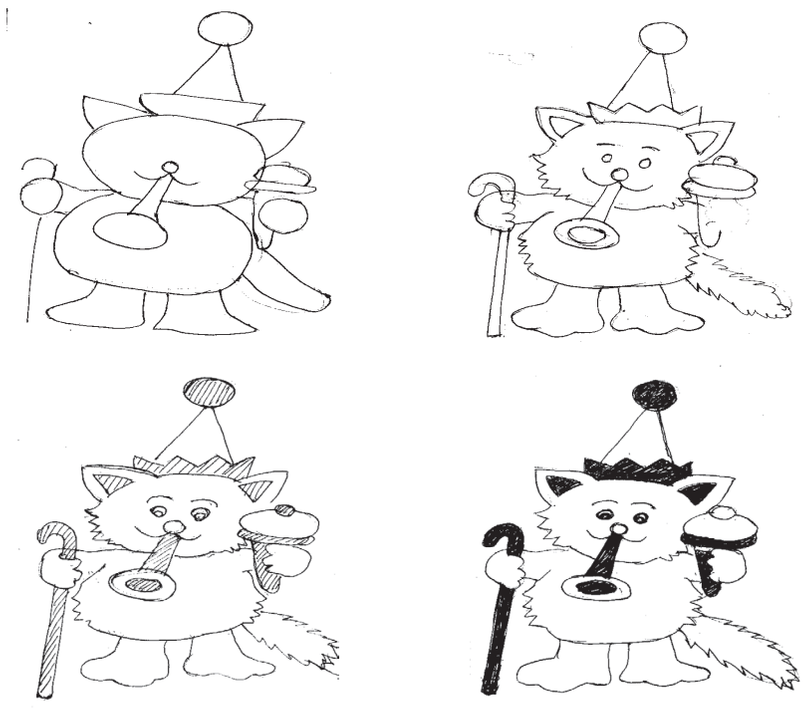

ম্যাজিক মোমেন্ট

দুই ছক্কার ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

এই খেলাটির জন্যে প্রয়োজন ২টি ছক্কা, ১টি স্লিপ কাগজ, ১টা কলম আর ১টা পকেট ক্যালকুলেটার (তুমি নিশ্চয়ই ক্যালকুলেটারে অঙ্ক করতে জানো?)। খেলাটি দেখাবার সময়ে ক্যালকুলেটারটা পকেটে রেখে বাকি জিনিষগুলো টেবিলে রাখো। এক বন্ধুকে টেবিলে তোমার উল্টোদিকে বসাও। তাকে বল তুমি এখন তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে; তখন সে ছক্কা দুটি টেবিলে চালাবে। ছক্কা দুটিতে অবশ্যই ২টো দান পড়বে, (অর্থাৎ ছক্কা দুটির উপরের পিঠে যে রাশি দুটি দেখা যাবে)। সে ওই দান দুটির মধ্যে যে কোনও ১টি কাগজে লিখবে ও তোমাকে বলবে 'লিখেছি'। এই বলে তুমি বন্ধুর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও। মনে করা যাক বন্ধু ছক্কা ২টিতে দান পড়ল ২ আর ৫। সে '৫' বেছে নিয়ে স্লিপ কাগজটিতে '৫' লিখল, তোমাকে মুখে বলল 'লিখেছি'। অতঃপর বন্ধুকে বল সে যে রাশিটি কাগজে লিখেছে সেটিকে ২ দিয়ে গুণ করে গুনফলের সাথে ৫ যোগ করুক। বন্ধু তাই করল ; ৫×২=১০+৫=১৫, তোমাকে বলল 'করেছি'। এবার তাকে বল সে এখন যে সংখ্যাটা পেয়েছে সেটাকে আবার ৫ দিয়ে গুণ করতে। বন্ধু তাই করল : ১৫×৫=৭৫, তোমাকে বলল 'করেছি'। তাকে বল এখন সে যে সংখ্যাটা পেয়েছে সেটার সাথে অন্য ছক্কাটিতে যে দান পড়েছে (২), সেটা যোগ করুক আর তোমাকে এই যোগফলটা বলুক। অতঃপর বন্ধু তার শেষ সংখ্যা ৭৫এর সাথে '২' যোগ করল, (৭৫+২=৭৭), যোগফল পেলো '৭৭' আর সেটাই তোমাকে বলল। তুমি বন্ধুর দিকে পিছন ফেরা অবস্থায় দাঁড়িয়েই পকেট থেকে ক্যালকুলেটারটা বার করে, তাতে বন্ধুর বলা সংখ্যা '৭৭' থেকে '২৫' বিয়োগ করলে (সব সময় ২৫ বিয়োগ করবে), বিয়োগ ফল পেলে '৫২'-এর থেকে তুমি জেনে গেলে বন্ধু ছক্কা দুটিতে দান চেলেছিল ৫ আর ২; অতঃপর বন্ধুকে বলে দাও সে ছক্কা দুটিতে দান চেলেছিল ৫ আর ২ (২ আর ৫ ও বলতে পারো)— বলা বাহুল্য বন্ধু এটা শুনে খুবই অবাক হয়ে যাবে— তাই না?

(অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু-গ্রন্থাগার থেকে 'সংকলিত')।

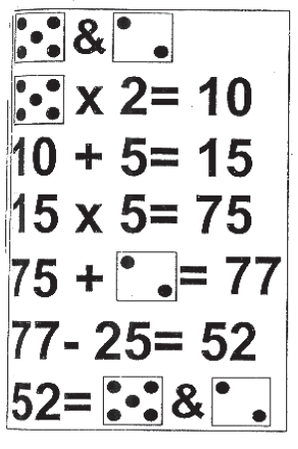

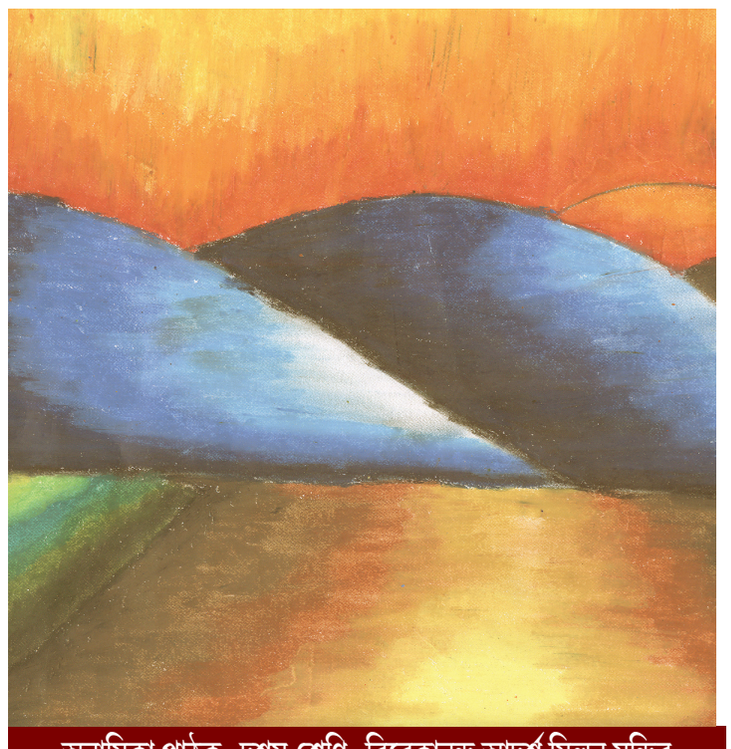

অনামিকা পাঠক, দশম শ্রেণি, বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com